# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowca.gov.bd
অক্টোবর, ২০১৯

# বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯) প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি ঃ

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে :**

**ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা,** এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

**তত্ত্বাবধানে :**

**জনাব কামরুন নাহার**
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

**বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটিঃ**

| ক্র.নং | পদবী ও দপ্তর | কমিটিতে পদবী |
|---|---|---|
| ০১ | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | আহবায়ক |
| ০২ | যুগ্মসচিব (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৩ | প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম, মশিবিম। | সদস্য |
| ০৪ | উপপ্রধান (পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৫ | উপসচিব (সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৬ | প্রোগ্রামার (আইটি শাখা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৭ | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য |
| ০৮ | সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। | সদস্য সচিব |

**মাননীয় প্রতিমন্ত্রী**
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনীতির মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ৩৬ হাজার স্কুল একসাথে জাতীয়করণ করেন।

নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে নারীর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নকে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সময়পোযোগী সরকারি নীতি, কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করায় ওয়ার্ল্ড জেন্ডারগ্যাপ সূচকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জেন্ডারগ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ 'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন', 'এজেন্ট অব চেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড','পিস ট্রি' ও 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী ও শিশু উন্নয়নে ভিজিডি, মাতৃত্বকাল ভাতা, কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা ভাতা, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মজীবি হোস্টেল, শিশু বিকাশ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার মত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল

স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে ও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আশা করি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারী ও শিশুর উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাফল্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হবে যা মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন ও কার্যক্রমকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**(ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি)**

**সচিব**
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# মুখবন্ধ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম ও উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে।

সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ ও ৬৫ অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে সরকার নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নারী উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার জাতীয় বাজেটের এক-চতুর্থাংশ অর্থ ব্যয় করছে। সরকারি নীতি কৌশল বাস্তবায়নের কারণে জেন্ডার বৈষম্য যেমন কমেছে তেমনি বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। নারীর এসকল অর্জন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও প্রাজ্ঞ দিক নির্দেশনা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে এ মন্ত্রণালয়। নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি, আয়বর্ধক কর্মসূচি, কম্পিউটার, ড্রাইভিংসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, প্রারম্ভিক মেধা বিকাশ, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের সুষমভাবে বেড়ে উঠতে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় ১০.৪০ লাখ দুঃস্থ ও অসহায় নারীকে ভিজিডি,৭.৭০ লাখ নারীকে মাতৃত্বকাল ভাতা ও ২.৭৫ লাখ কর্মজীবি নারীকে ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্য বিয়ে, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, হটলাইন নম্বর ১০৯ ও জয় অ্যাপস চালু করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। নারীদের উন্নয়ন ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জীবন সংগ্রামে সফল নারীদের উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে "জয়িতা" সম্মাননা প্রদান কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে যা জনগণের তথ্যের  চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে এবং দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নারী ও শিশুর উন্নয়নে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ যাচ্ছে তাঁদের জন্য রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। পরিশেষে আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

**কামরুন নাহার**

# সূচীপত্র


| ক্র নং | অধ্যায় - ১ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১.১ | পটভূমি | ১১ |
| ১.২ | রূপকল্প (Vision) | ১১ |
| ১.৩ | অভিলক্ষ্য (Mission) | ১১ |
| ১.৪ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট | ১১ |
| ১.৫ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন অব বিজনেস (AOB) | ১২ |
| ১.৬ | কার্যাবলি (Functions) | ১৩ |
| ১.৭ | মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ | ১৩ |
| ১.৮ | মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বরাদ্দ | ১৩ |
| ১.৯ | মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ১৩ |
| ১.১০ | জেন্ডার বাজেট | ১৪ |
| ১.১১ | শিশু বাজেট | ১৪ |
| ১.১২ | মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা | ১৪ |
| ১.১৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ | ১৫ |
| ১.১৩.১ | নারী উন্নয়ন কার্যক্রম শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম | ১৫ |
| ১.১৩.২ | নিয়োগ ও পদোন্নতি | ১৫ |
| | **অধ্যায় - ২** | |
| ২ | প্রশাসনিক | ১৬ |
| ২. ১ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) | ১৬ |
| ২.২ | শূন্যপদের বিন্যাস | ১৬ |
| ২.৩ | অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য পদে নিয়োগ | ১৭ |
| ২.৪ | শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা | ১৭ |
| ২.৫ | অন্যান্য পদের তথ্য | ১৭ |
| ২.৬ | নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান | ১৭ |
| ২.৭ | ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) | ১৭ |
| ২.৮ | ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) | ১৭ |
| ২.৯ | উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা | ১৭ |
| | **অধ্যায় - ৩** | |
| ৩ | অডিট আপত্তি | ১৭ |
| ৩.১ | অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ১৭ |
| ৩.২ | অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়মের তালিকা | ১৮ |
| ৪ | শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) | ১৯ |
| ৫ | সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ১৯ |

| | | |
|---|---|---|
| ৬ | মানবসম্পদ উন্নয়ন | ১৯ |
| ৬.১ | দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ১৯ |
| ৬.২ | মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বর্ণনা | ১৯ |
| ৬.৩ | প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যার বর্ণনা | ২০ |
| ৬.৪ | মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর আয়োজন | ২০ |
| ৬.৫ | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা | ২০ |
| ৭ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ২০ |
| ৮ | তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন | ২০ |
| ৯ | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট | ২০ |
| ৯.১ | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার বিবরণ | ২০ |
| ৯.২ | প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ | ২০ |
| ৯.৩ | ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের বিবরণ | ২৩ |
| ১০ | মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত | ২৩ |
| ১১ | উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ২৪ |
| ১২ | প্রকল্পের অবস্থা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) | ২৪ |
| ১৩ | অবকাঠামো উন্নয়ন | ২৪ |
| ১৪ | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি | ২৫ |
| ১৫ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি | ২৬ |
| ১৬ | ক) ২০১৮-২০১৯ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী) | ৪৩ |
| | খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের তালিকা | ৪৬ |
| ১৭ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার | |
| | ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৪৩ জন ডে-কেয়ার সেন্টার | ৪৯ |
| | খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার | ৫২ |
| | গ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্র | ৫৩ |
| ১৮ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর হোস্টেল সুপারদের নাম, পদবী, ফোন এবং ই-মেইল আইডি নম্বর | ৫৩ |
| ১৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল | ৫৩ |
| ২০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল | ৫৪ |
| ২১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলী | ৫৪ |
| ২২ | চিত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড | ৫৯ |

# প্রথম অধ্যায়ঃ

## ১.১ পটভূমি

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতঃপর ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয়। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ মন্ত্রণালয় গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। সে সময় থেকে বিগত তিন দশক ধরে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা ও সুপারিশমালা সমর্থন ও সেগুলি বাস্তবায়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার ৪-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত "নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন"-এ গৃহীত বেইজিং ঘোষণা করে। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত "বেইজিং পাটফরম ফর এ্যাকশন"-এ নারী উন্নয়নের পথে বারোটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। সেগুলি হলোঃ ১) নারী ও দারিদ্র, ২) নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩) নারী স্বাস্থ্য, ৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ৫) নারী এবং সশস্ত্র সংঘাত, ৬) নারী ও অর্থনীতি, ৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, ৮) নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠনিক কার্যপদ্ধতি, ৯) নারীর মানবাধিকার, ১০) নারী এবং গণমাধ্যম, ১১) নারী ও পরিবেশ এবং ১২) কন্যা শিশু।

নারী ও শিশু উন্নয়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। তৎপূর্বে প্রণীত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' গঠণ করা হয়েছে এবং 'জয়িতা সৃজনে জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০১৬' নামক একটি পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০), যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এবং ডিএনএ বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

## ১.২ রূপকল্প (Vision)

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত শিশু।

## ১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

## ১.৪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়। নারী ও শিশু উন্নয়নে গৃহীত সরকারের সকল পদক্ষেপ এ মন্ত্রণালয় সহযোগিতা দান ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় সকল পর্যায়ে নারী ও শিশুদের অধিকার নিশ্চিতকরণ, চাহিদা পূরণ ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সাহায্য ও সমর্থন যোগায়।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলিকে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের পরিপূরক।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু অধিকার বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের অধিকার ও উন্নয়নের মত জরুরী গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে যেখানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কিংবা এনজিওদের কার্যক্রম অনুপস্থিত বা তাদের ম্যান্ডেট বহির্ভূত।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু অধিকার, নারীর মানবাধিকার, ন্যায্য অধিকার, নারী পুরুষের সমতা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার উন্নয়ন ও জেন্ডার মেইনষ্ট্রিমিং ইত্যাদি বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা প্রদান ও সেগুলি প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে।

- মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসমূহ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন যোগানোসহ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া নীতি প্রণয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লিখিত সংস্থাসমূহকে আলোচনার উপযুক্ত ফোরাম প্রদানেও মন্ত্রণালয় দায়িত্বশীল।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সংবিধান, নারী ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইন, নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনসন (সিডো), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি; বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা; বাংলাদেশ সরকারের উইড ক্যাপাবিলিটি সংক্রান্ত ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ-এর সুপারিশ; শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি), শিশুর অস্তিস্ব রক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব শিশু সামিটের ঘোষণাপত্র, শিশু সনদ বাস্তবায়নে SAARC ঘোষণা ও সিদ্ধান্তবলী এবং বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

## ১.৫ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন অব বিজনেস (AOB)

১. (ক) নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ;
   (খ) শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণ;

২. মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণ;

৩. মহিলা ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পাদন;

৪. মহিলা ও শিশুদের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির আদান-প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৬. (ক) জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
   (খ) শিশু বিষয়ক জাতীয় পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
   (গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর কার্যক্রম তদারকি করণ;
   (ঘ) জাতীয় মহিলা সংস্থা এর কার্যক্রম তদারকি করণ;

৭. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর কার্যক্রম তদারকি করণ;

৮. WID (Women in Development) ফোকাল পয়েন্টস এর মাধ্যমে WID বিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করণ;

৯. নারী উন্নয়নের বিষয়ে অবদান রাখার জন্য নারী উন্নয়নমূলক সংগঠন ও সুশীল সমাজকে উৎসাহ প্রদান ও তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

১০. সকল স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধের কার্যক্রম গ্রহণ;

১২. নারীর সমঅধিকার এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ;

১৩. নিম্নবর্ণিত দিবস পালন
   (ক) ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস;
   (খ) অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস;
   (গ) ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস;
   (ঘ) ২৯ সেপ্টেম্বর-০৫ অক্টোবর শিশু অধিকার সপ্তাহ;

১৪. (ক) বেগম রোকেয়া পদক;
   (খ) নারী ও শিশুদের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদান;

১৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৬. শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত ইউনিসেফসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

১৭. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন;

১৮. মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য ও পরিসংখ্যান প্রদান;

১৯. মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

২০. আদালতে গ্রহণকৃত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য ফি।

## ১.৬ কার্যাবলি (Functions)

১. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

২. নারী ও শিশুর সামাজিক ও আইনগত অধিকার সংরক্ষণ;

৩. নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন;

৪. নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৫. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়ন;

৬. নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৭. বেগম রোকেয়া পদক প্রদান;

৮. আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, বঙ্গমাতার জন্মদিবস, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ ও কন্যাশিশু দিবস উদযাপন;

৯. স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ।

## ১.৭ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ২৩টি।

- বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭টি
- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৬টি

মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা

- জিওবি ৩৭০.১৩৪১ কোটি
- প্রকল্প সাহায্য ৭০.১৬ কোটি

## ১.৮ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট কর্মসূচির সংখ্যা ২৭টি। মোট বরাদ্দ ৬৯.৩৪ কোটি টাকা যা মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ০.০১৪৯%।

## ১.৯ মন্ত্রণালয়ের বাজেট

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) বরাদ্দ ৩৪৫৭,৪৩৭৬ কোটি টাকা যা জাতীয় মোট বাজেটের ০.৭৫%।

| বিবরণ | বাজেট ২০১৮-১৯ (হাজার টাকায়) |
|---|---|
| পরিচালন/অনুন্নয়ন ব্যয় | ২৯৪৭,৭৯৬৩ |
| উন্নয়ন | ৫০৯,৬৪১৩ |
| **মোট** | **৩৪৫৭,৪৩,৭৬** |
| রাজস্ব | ৩৩২০,৪০,৬৪ |
| মূলধন | ১৩৭,০৩,১২ |
| **মোট** | **৩৪৫৭,৪৩,৭৬** |

## ১.১০ জেন্ডার বাজেট

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪৬৪,৫৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শেয়ার ১৩৭৭৪২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৯.৬৫% যা জিডিপি-এর ৫.৪৩%।

| বর্ণনা | বাজেট ২০১৮-২০১৯ (কোটি টাকায়) | | |
|---|---|---|---|
| | নারীর হিস্যা | | |
| | বাজেট | নারী | শতকরা হার |
| মোট বাজেট | ৪৬৪৫৮৩ | ১৩৭৭৪২ | ২৯.৬৫ |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট | ৩৪৫৮ | ২৭৮১ | ৮০.৪২ |
| উন্নয়ন | ৫১০ | ৪৯০ | ৯৬.০৮ |
| অনুন্নয়ন | ২৯৪৮ | ২২৯১ | ৭৭.৭১ |

## ১.১১ শিশু বাজেটঃ

১৫টি মন্ত্রণালয়ে শিশু কল্যাণে ব্যয়িত মোট বাজেট বরাদ্দ ১০২২৯.২০ কোটি টাকা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ৮২৬ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের ৮.০৬%।

| ক্র.নং | বিবরণ | বাজেট (বিলিয়ন টাকা) |
|---|---|---|
| ১. | মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট | ৩৪.৯০ |
| ২. | পরিচালন বাজেট | ২৯.৮১ |
| ৩. | উন্নয়ন বাজেট | ৫.০৯ |
| ৪. | মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট | ১৩.৮৫ |
| ৫. | পরিচালন বাজেট | ১৩.১৭ |
| ৬. | উন্নয়ন বাজেট | ০.৬৮ |
| ৭. | জাতীয় বাজেট | ৪৬৪৬ |
| ৮. | জিডিপি | ২৫৩৭৮ |
| ৯. | সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে) | ১৮.৩১ |
| ১০. | মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে) | ০.১৪ |
| ১১. | মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে) | ০.৭৫ |
| ১২. | মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে) | ০.০৫ |
| ১৩. | মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে) | ০.৩০ |

## ১.১২ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা

১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরঃ ৬৪ জেলা এবং ৪৮৮টি উপজেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস রয়েছে।

২. জাতীয় মহিলা সংস্থাঃ ৬৪ জেলা এবং ৫০টি উপজেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অফিস রয়েছে।

৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমিঃ ৬৪ জেলা এবং ৬টি উপজেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অফিস রয়েছে।

৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনঃ ঢাকার ধানমন্ডিতে রাপা প্লাজার ৪র্থ এবং ৫ম তলায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিস রয়েছে।

## ১.১৩ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

### ১.১৩.১ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ১০.৪০ লক্ষ দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬ লক্ষ দরিদ্র ও অসহায় নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- ২ লক্ষ কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫০০ জন দুঃস্থ শিশুকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২১.৪৫ লক্ষ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৩০০০ হাজার জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়ানষ্টপ ক্রাইসিস সেল ও সেন্টার হতে ১০৫০০ জন নির্যাতিত নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- কর্মজীবী হোস্টেলের মাধ্যমে ২৩৮৪ জন কর্মজীবী মহিলাকে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৭৯টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৩০৫৩ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৬৫৪৭ টি ক্লাব পরিচালনা করা হয়েছে।
- প্রতি বছর "জয়িতা অন্বেষণে" প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতি উপজেলায় ৫ ক্যাটাগরিতে ৪০ জন নারীকে "জয়িতা" নিবাচন ও পুরস্কৃত করা হয়।

### ১.১৩.২ শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

- শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পারস্পারিক ক্রিয়ামূলক যত্ন নিশ্চিতকরণসহ শিশু বিকাশের অনুকূল নিরাপদ পরিবেশ, বাড়ি, কমিউনিটি ও শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, ভাষাগত ও আবেগিক বিকাশ সাধনপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।
- শিশু বিকাশের প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিকেন্দ্রে ৩০ জন (৪-৫ বয়সী শিশু) করে ২,১০৯ কেন্দ্রে Early Leaning Facilities এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়।
- শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ৫১টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- শিশুদের জন্য একটি মাসিক "শিশু" প্রত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত।
- ৫ খন্ডে "শিশু বিশ্বকোষ" প্রকাশ করা হয়েছে।
- বছরে প্রায় ৪ লক্ষ শিশু লাইব্রেরীতে বই পড়ার সুযোগ লাভ করে এবং লাইব্রেরীভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২,০০০ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করে।
- সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম আওতাধীন ২টি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও ৯টি উন্মুক্ত পথশিশু স্কুলের মাধ্যমে মোট ২২২৬ জন পথশিশুকে (পুনর্বাসন কেন্দ্র ৯৭২ জন, উন্মুক্ত পথশিশু স্কুল ১,২৫৪) সেবা প্রদান করা হয়েছে।

## ১.১৪ নিয়োগ ও পদোন্নতি

১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্ণিত অর্থ বছরে ২ জন কর্মকর্তা এবং ২ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সহকারী-০১ জন, উচ্চমান সহকারী-০১ জন, হিসাবরক্ষণ-কাম-উচ্চমান সহকারী-২২ জন, হিসাবরক্ষক-০১ জন ও ষ্টোর কিপার -১৩ জন কর্মচারীদেরকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সাঁট-লিপিকার -০১ জন, হিসাব সহকারী -০২ জন, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক -০৩ জন কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৩। জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীন ১জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

## ২. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

**মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম** : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা** : ৪টি

**প্রতিবেদনাধীন বছর** : ২০১৮-১৯

**প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ** : অক্টোবর, ২০১৯

## ২.০ প্রশাসনিক

### ২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্য পদ | বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য* |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রণালয় | ১২৮ | ৭২ | ৫৬ | ৪৩ | - |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ৩৬০০ | ২৮২৭ | ৭৭৩ | ১৩২৩ | ৭৭৩টি শূন্য পদের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ, সৃজনকৃত পদ ও প্রেষণে পূরণযোগ্য পদ রয়েছে। |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | ৫৯০ | ৪৮০ | ১১০ | - | জাতীয় মহিলা সংস্থার রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের ১২৫টি পদ অনুমোদিত পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এসব পদে কর্মরত জনবলের অবসর গ্রহণ/মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট পদ বিলুপ্ত হবে। |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | ৪০৩ | ৩২৫ | ৭৮ | ২৪৮ | - |
| জয়িতা ফাউন্ডেশন | ৩৩ | ১৫ | ১৮ | - | মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ফাউন্ডেশনটি রাজস্ব বাজেটে সাধারণ মঞ্জুরি হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিচালিত এবং সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় জয়েন স্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত। |
| **মোট** | **৪৭৫৪** | **৩৭১৯** | **১০৩৫** | **১৬১৪** | |

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করা হয়েছে।

### ২.২ শূন্যপদের বিন্যাস

| | অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| মন্ত্রণালয় | - | - | ০৯ | ১০ | ২১ | ১৬ | ৫৬ |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | - | ২৫ | ৯৩ | ০৯ | ৪৩০ | ২১৬ | ৭৭৩ |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | - | - | ০৩ | ৩৫ | ৫৫ | ১৭ | ১১০ |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | - | - | ১২ | ০১ | ৪১ | ২৪ | ৭৮ |
| জয়িতা ফাউন্ডেশন | ১ | - | ১২ | - | - | ০৫ | ১৮ |
| **মোট** | **১** | **২৫** | **১২৯** | **৫৫** | **৫৪৭** | **২৭৮** | **১০৩৫** |

**২.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা:** জয়িতা ফাউন্ডেশনের এমডি-র শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

**২.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:** নাই।

**২.৫ অন্যান্য পদের তথ্য:** নাই।

**২.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান**

| প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪ | ৫৩ | ৫৭ | ২ | ৩ | ৫ | - |

**২.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)**

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন | - | ৩৪ দিন | ১২দিন | - |
| পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ | - | - | - | - |

**২.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)**

| ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) | মন্ত্রী/উপদেষ্টা | প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট | সচিব | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৩৫ | - | ৫দিন | ৩০ দিন | |

**২.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা:** ৩(তিন)টি।

## ৩.০ অডিট আপত্তি

**৩.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)**

*(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)*

| ক্র. নং | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২৯ | ৪.৩২ | ১১ | ৪ | ১.৩০ | ২৫ | ৩.০২ |
| ২ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ২২৬ | ২৮৫.৪৬ | - | ১৫ | ১.১১ | ২১১ | ২৮৪.৩৫ |
| ৩ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | ৬১ | ১৪.৩০ | - | ১৫ | ১০৭৭ | ৪৬ | ১২.৫৩ |
| ৪ | বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | ৩০৯ | ৭.২৮ | - | ৪০ | ০.১৮ | ২৬৯ | ৭.১০ |
| | **সর্বমোট** | **৬২৫** | **৩১১.৩৬** | **১১** | **৭৪** | **৪.৩৬** | **৫১১** | **৩০৭** |

বি:দ্র: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৪-১৭ অর্থ বছরে Entity Wide MBF-এ ২১টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয়ের-৩টি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে-৭টি, জাতীয় মহিলা সংস্থার-৯টি ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির-২টি। মে/২০১৯ মাসে মন্ত্রণালয়ের- ১টি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে- ১টি ও জাতীয় মহিলা সংস্থার- ১টি সহ মোট=৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অনিষ্পন্ন রয়েছে ১৮টি অডিট আপত্তি।

### ৩.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা:

| ক্রমিক নং | নিরীক্ষার সন | অনুচ্ছেদ নং | আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ | জড়িত টাকার পরিমান | বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২০০৭-০৮ | ০২ (অগ্রিম) | পি,এস,সি কর্তৃক গেজেটেড পদে নিয়মিত করণ না করা সত্বেও বেতন ভাতাদি বাবদ ৪,৭৪,৫১৮.৩০ টাকা গ্রহণে রাজস্ব ক্ষতি । (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) | ৪,৭৪,৫১৮.৩০ | অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য অনুযায়ী পি,এস,সি কর্তৃক গেজেটেড পদে গেজেটভুক্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২. | ২০১০-১২ | ০৩ (অগ্রিম) | পরামর্শক ও অন্যান্য খাতের বিল হইতে আয়কর কম কর্তন। (জয়িতা কর্মসূচি) | ১,৯০,১০২.০০ | ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬,৯৩০.০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাপূর্বক চালানের সিটিআর সহ ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৩. | ২০১২-২০১৩ | ০১ (অগ্রিম) | সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৪,৫৫,১৫১.৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি। (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) | ৪,৫৫,১৫১.৯০ | আয়কর বাবদ ৭,৪৮৫.০০ এবং ১০,৪৩৮.০০ টাকা ইতোপূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে। ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯,৯৫৩.০০ টাকা এবং ৩,৯৩০.০০ টাকার চালান সংযুক্ত থাকায় নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। অবশিষ্ট ৪,১৩,৩৪৬.৯০ টাকা চালানের মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। |
| ৪. | ২০১২-১৩ | ০২ (অগ্রিম) | সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৬৩,৪০২.০০ রাজস্ব ক্ষতি । (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) | ১,৬৩,৪০২.০০ | ভ্যাট বাবদ ২৮,২১৫.০০ এবং ৬৭,৫০০.০০ টাকা ইতোপূর্বে নিষ্পত্তি হয়েছে। ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭০৪৫.০০ টাকা এবং ২৮,৬০০.০০ টাকার চালান সংযুক্ত থাকায় নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। অবশিষ্ট ৩২,০৪২.০০ টাকা চালানের মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। |
| ৫. | ২০১২-১৩ | ০৫ (অগ্রিম) | সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) | ৩৮,০৩,৫১৮.০০ | OTM পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান পূর্বক মূল্যায়ণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশীট জবাব দেওয়া হয়েছে। |
| ৬. | ২০১৫-১৬ | ১১ (অগ্রিম) | খেলাপি ঋণের অর্থ আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ টাকা। (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) | ১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ | অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য অনুযায়ী যে সমস্ত ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে খেলাপি ঋণ আদায় সম্ভব নয় তাদের তালিকা প্রনয়ণপূর্বক আর্থিক বিধি বিধান অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দাখিল করে পরবর্তি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান। ক্ষুদ্রঋণ মূলত ঘূর্ণায়মান আকারে বিতরণ ও আদায় চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের কার্যক্রম চলমান বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে। |

## ৪.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ০৩টি | - | ০২টি | - | ০২টি | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে=০১টি |

## ৫.০ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| নাই | ৪টি | ৪টি | ৮টি | - |

## ৬.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

### ৬.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২১ | ১১২জন |

### ৬.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:

| | প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ১ | ২ |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | এসডিজি, ই-ফাইলিং, ই-গর্ভনেন্স, গবেষণা পদ্ধতি, বাজেট ম্যানেজমেন্ট, অফিস ব্যবস্থাপনা, শিষ্টাচার, এপিএ , এনআইএস, প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রকল্প সমাপ্তকরণ প্রতিবেদন প্রণয়নসহ ইনহাউজ প্রশিক্ষণ | ৩৭১ জন |
| | নথি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ | ১৩১ জন |
| | শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ | ৪৭ জন |
| | দুর্যোগ মোকাবেলা | ৬৪ জন |
| | আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পিপিআর | ৩২ জন |
| | শুদ্ধাচার ও এপিএ | ১৪৮ জন |
| | অফিস ব্যবস্থাপনা | ৩৪ জন |
| | গুড গভর্নেন্স | ৭৭ জন |
| | Self Esteem | ৮৪ জন |
| | দিবাযত্ন সেবা বিষয়ক | ৪৭ জন |
| | আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২৫ জন |
| | ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ | ৩৩ জন |
| মোট | | ৭২২ জন |

৬.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নাই।

৬.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? বড় রকমের কোন অসুবিধা নাই।

৬.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ৪২ জন।

## ৭.০ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

| | দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|---|
| | ১ | ২ |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩টি | ৬৭ জন |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ৫টি | ১০জন |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | ৬টি | ১,৪১৫ জন |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | ৫টি | ২০০জন |
| **সর্বমোট** | **১৯টি** | **১৬৯২ জন** |

## ৮.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

| | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রণালয় | ৯৩টি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ৪৯ জন | ২৩ জন |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ৮৩টি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ১০৯ জন | ২২ জন |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | ১৫৬টি | হ্যাঁ | না | না | ৮২ জন | ১৩২ জন |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | ১৪০টি | হ্যাঁ | না | না | ৭৫ জন | ১৫০ জন |
| **মোট=** | **৪৭২** | - | - | - | **৩১৫ জন** | **৩২৭ জন** |

## ৯.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

### ৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার বিবরণ

- Bangladesh Shishu Academy Ordinance, ১৯৭৬-কে হালনাগাদ করে "বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮" প্রণয়ন (১৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে)।
- 'যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন (১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে)।
- 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮' প্রণয়ন ( ৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে)।

### ৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(১) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় কুতুপালং এ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং কুতুপালং এবং বালুখালীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টিসহ মোট ১১টি মেন্টাল হেল্‌থ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৬২৯২ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

(২) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থাপিত ২টি নতুন ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারসহ মোট ১১টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে ৪১৮৭জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

(৩) জেলা পর্যায়ে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে এ অর্থবছরে মোট ১৩৯৯৮জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৪) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১০৯ এ মোট ১০,৮৪,৪১২টি ফোন গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) ২০১৯ সালের ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে একাদশ শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তকে ১০৯ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

(৬) নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু ভিকটিমদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্মিত মোবাইল অ্যাপস ''জয়'' এর মাধ্যমে মোট ৫৬১জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের দ্রুত ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮৬টি মামলার প্রেক্ষিতে ১৬১০টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) সমাজের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশব্যাপী "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৫ জন নারীকে জয়িতা চিহ্নিত করে নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৯) দুঃস্থ নারী ও শিশুকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিশ্চিতকরণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচিতে ৪০ হাজার রোহিঙ্গা মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ভিজিডি'র সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ৪০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।

(১০) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেটে ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদেরকে প্রতিমাসে ৮০০/- টাকা হারে ২,৫০,০০০ জনকে ২,৪০,০০,০০০ (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

*চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ অনুষ্ঠানে পাঁচজন জয়িতাকে ক্রেস্ট, সম্মাননা ও সম্মানী বিতরণ করেন।*

(১১) দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে ৩৬ মাসব্যাপী মাসিক ৮০০/- টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে।

(১২) মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৬১১৭ জন উপকারভোগীকে ১২,৩৬,০৩,০০০ (বার কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(১৩) বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ) এর মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত ৪৮৩১টি সমিতির মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯,৮৬,৬৫,০০০/- (নয় কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

(১৪) দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০৪ জনকে ১৩,৯৭,০০০/- (তের লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(১৫) দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত থোক বরাদ্দ দ্বারা ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি ) টাকা দ্বারা মোট ৩৯৫০টি সেলাই মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(১৬) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প' এর আওতায় দেশের ৪০৭৭ টি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

(১৭) কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের নিরাপদ দিবাকালীন সেবা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে ৬৩ টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩৮৪০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে ।

(১৮) জাতীয় মহিলা সংস্থার ১৮টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৫০০ জন শিশু এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৪০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৮০০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ছয় তলা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

(২০) জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ৩,২৭,১২৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ২৩৭জন বিজয়ী শিশু পুরস্কৃত হয়। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

(২১) ৮ম বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা ২০১৮ (২-১১ নভেম্বর ২০১৮), ৪৩তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা ২০১৯, ৩৭তম আগরতলা পুস্তকমেলা ২০১৯ এবং অষ্টাদশ দিল্লী বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব (১৭ই এপ্রিল থেকে ২১ শে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অংশগ্রহণ করেছে।

(২২) ৮ আগষ্ট ২০১৮ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৮৮তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।

(২৩) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা'র ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

(২৪) ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

*চিত্র: মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।*

(২৫) প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর সারা দেশব্যাপী 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' এবং অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালিত হয়ে থাকে। ৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(২৬) নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরণীয় করা এবং এ থেকে নারীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্যে ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ বেগম রোকেয়া দিবসে (১) শীলা রায়, (২) জিনাতুন নেসা তালুকদার, (৩) রোকেয়া বেগম (মরহুমা) (৪) অধ্যক্ষ প্রফেসর জোহরা আনিস, (৫) রমা চৌধুরী (প্রয়াত)কে বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) "সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো" প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৮/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৯' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে।

(২৮) ১৭ মার্চ ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়। এছাড়া এ উপলক্ষ্যে ৬ দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

(২৯) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(৩০) ১১ মে ২০১৮ মা দিবস উদযাপন, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ দিবস পালন, ৩ অক্টোবর, ২০১৮ কন্যাশিশু দিবস উদযাপন, ১৮ অক্টোবর ২০১৮ শেখ রাসেলের জন্মদিন এবং ২৮ অক্টোবর ২০১৮মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর জন্ম দিবস পালন করা হয়।

**৯.৩ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ** (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)

## ১০. মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

**১০.১ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি?** হ্যাঁ।

**১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ:** প্রযোজ্য নয়।

**১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ**

- মন্ত্রণালয়ের আরাধ্য উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পদ ও জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ না থাকায় জরুরিভাবে মন্ত্রণালয়ে স্থান-এলাকা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য;
- সরকারের সুশাসন সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারণী কার্যাদি যেমন এসডিজি ও ৭ম পঞ্চম বার্ষিকী কর্মপরিকল্পনায় মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত বিষয়, এপিএ, এনআইএস এবং ইনোভেশনের বিষয়গুলি নিয়ে পৃথক একটি সেল/ইউনিট গঠন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পর্যায়ক্রমে দেশে ও বিদেশে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ণ;
- বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহিলা সেল গঠনের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশী অভিবাসী নারীর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং নারী পাচার রোধ;
- যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে শিশু ও নারী বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে-সেসব প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/ডেস্কের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সমন্বয় সাধন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে থিমেটিক স্টাডি সার্কেল গঠন।

## ১১. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার | প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ২৩ টি | ৪৪০.৩০ কোটি টাকা (চারশত চল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা) | বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়-৩৯১.৩২৪৭ (তিনশত একানব্বই কোটি বত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা) বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার-৮৮.৮৮% । | ১১ টি |

## ১২. প্রকল্পের অবস্থা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

| শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরত্বপূর্ণ অবকাঠামো |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৪টি | ১টি নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প । | | নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার |

**১৩. অবকাঠামো উন্নয়ন** (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

| ক্র: নং | উন্নয়ন প্রকল্পের নাম | অর্থ বছরের (২০১৮-২০১৯) বরাদ্দকৃত অর্থ | ব্যয়িত অর্থ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা | লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১. | নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন। | ৬১৩.০০ | ৬০২.৬৩ | ৬১৩.০০ | ৯৮.৩১% |
| ২. | সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ। | ১১১২.০০ | ১০১১.৩১ | ১১১২.০০ | ৯০.৯৫% |
| ৩. | গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। | ৫১৬.০০ | ৪৯০.০৮ | ৫১৬.০০ | ৯৫% |
| ৪. | মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ১২৮৯.০০ | ১০৯২.৭৭ | ১২৮৯.০০ | ৮৪.৭৭% |
| ৫. | নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান হোস্টেল সমূহের অধিকতর উন্নয়ন | ৬১৩.০০ | ৫৯৫.৬৭ | ৬১৩.০০ | ৯৭.১৭% |
| ৬. | ষ্টাবলিশমেন্ট অফ কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কলেজ এট ঢাকা ফর কোয়ালিটি এডুকেশন টু উইমেন ইন নার্সিং। | ৫.০০ | ০০ | ৫.০০ | ০০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭. | গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) | ৪২১.৫০ | ২২১.১২ | ৪২১.৫০ | ৫০.৩১% |
| ৮. | কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোদরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ | ৫৭০.০০ | ৬৯.৫০ | ৫৭০.০০ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ না হওয়ায় ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে মোট ২,৮০,১৩,০০০/-(দুই কেটি আশি লক্ষ তের হাজার) টাকা অব্যয়িত থাকায় উহা সমর্পন করা হয়েছে। |

## ১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

| মন্ত্রণালয় / বিভাগ | ক্র নং | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন | প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯) | | পূর্ববর্তী বছর (২০১৭-১৮) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | - | - | - | - | - | - |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ১ | দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি | ১০,৪০,০০০ জন | ১৬,৫৬৪৫.৩১ | ১০,০০,০০০জন | ১৪৬৫২১.৯৫ |
| | ২ | মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি | ৬১১৭ জন | ১২৩৬.০৩ | ৫৮৭৯ জন | ৭১৮.২২ |
| | ৩ | দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | ৭,০০,০০০ জন | ৬৭২,০০.০০ | ৬,০০,০০০ জন | ৩৬০.০০ |
| | | কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি | ২,৫০,০০০ জন | ২৪০,০০.০০ | ২,০০,০০০ জন | ১২০,০০.০০ |
| | ৫. | শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি | ২৪৯০ জন | ১২১৭.২৫ | ২৮০৫ জন | ৭৮২.৯২ |
| | ৬. | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, কর্মসূচি | ১৭৫৯ জন | ২০২.৭১ | ১৮০৪ জন | ২১১.৩৪ |
| | ৭. | স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণ | ৮৪৩১টি প্রতিষ্ঠান | ৯৪৬.৬৫ | ৪৬৪২টি প্রতিষ্ঠান | ৮৫০.০০ |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | ৮. | মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি | ২৫০০ জন | ২৫০.০০ লক্ষ | ২০০০ জন | ২০০.০০ লক্ষ |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | ৯. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র | ৭৫০ জন | ৫২৫.০০ | ৭৫০ জন | ৪৮০.০০ |
| | | | ২০,০৩, ৬১৬ জন<br>৮৪৩১ টি প্রতিষ্ঠান | ২৬১২২২.৭৬ | ১৮,১৩,২৩৮ জন<br>৪৬৪২ টি প্রতিষ্ঠান | ১৬২২০৬.৩৮ |

## ১৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

### ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ "নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের নাম | : | "নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) |
| বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা | : | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| বাস্তবায়নকাল | : | ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০২১ (৫ বছর)। |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনে সহিংসতা হ্রাস করা এবং সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। |
| প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা | : | বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা |
| প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ১১৫০৭.৫৫ লক্ষ (একশত পনের কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)<br>২০১৭-১৮ অর্থবছর বরাদ্দ ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা।<br>২০১৮-১৯ অর্থবছর বরাদ্দ ২১০০.০০ লক্ষ টাকা। |
| জনবলের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা | : | ৬,৪৩০ জনমাস (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২,৭২৬ জনমাস এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৭০৪ জনমাস। |
| কনসালটেন্ট সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা | : | ১৪৯ জনমাস (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৪ জনমাস এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৫ জনমাস) |
| সেমিনার ও কর্মশালার লক্ষ্যমাত্রা | : | ৫০টি (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি) |
| প্রচার ও বিজ্ঞাপন | | থোক |
| প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা | | ৭৫টি (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫টি) |
| আসবাবপত্র ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | ১০৩০টি (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫০০টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৩০টি) |
| অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | ৪৪০টি (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২০টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২২০টি) |
| মোটরযান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | ২টি (২০১৭-১৮ অর্থবছরে ) |
| মেশিনারী ও অন্যান যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | থোক |
| সেবা সরবরাহ ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা | | থোক |
| ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি | | জুন ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি |

| অর্থবছর | মোট বরাদ্দ | অবমুক্ত | মোট ব্যয় | আর্থিক অগ্রগতি % | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৭-১৮ | ২৩০০.০০ | ২৪৪৯.০৫ | ২৪১৫.৩২ | ১১৫.০২% | - |
| ২০১৮-১৯ | ২১০০.০০ | ২৩৮৬.৩৬ | ২৩২৫.৮৯ | ১১০.৭৫% | - |

| | | |
|---|---|---|
| ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জনবলের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০৪ জনমাস অগ্রগতি হয়েছে ৩৫১৩ জনমাস (৯৪.৪৮%) |
| কনসালটেন্ট সংক্রান্ত অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬৫ জনমাস, অগ্রগতি ৬১ জনমাস (৯৩.৮৫%) |
| সেমিনার ও কর্মশালার অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ২০টি অগ্রগতি হয়েছে ১১টি (৫৫%) |

| | | |
|---|---|---|
| প্রশিক্ষণের অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৩৫ টি অগ্রগতি ৩৯ টি (১১১.৪৩%) |
| আসবাবপত্র ক্রয়ের অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৫৩০ টি অগ্রগতি ২৪২টি (৪৫.৬৬%) |
| অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অগ্রগতি | | জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ২২০ টি অগ্রগতি ১১২ টি (৫০.৯০%) |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি | | ◆ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, কক্সবাজার, বগুড়া এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এবং ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে।<br>◆ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।<br>◆ নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদানের জন্য ঢাকায় ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।<br>◆ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারে।<br>◆ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য স্মার্ট ফোনে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপস 'জয়' তৈরী করা হয়েছে।<br>◆ সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং সমন্বিত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় কুতুপালং এ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং কুতুপালং এবং বালুখালীতে ১১টি মেন্টাল হেল্‌থ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। |
| সফলতা | | ◆ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ অর্থবছরে ১৮১৮৫ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।<br>◆ ন্যাশনার ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৫৮৪ টি মামলার প্রেক্ষিতে ১৫৮৪ টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।<br>◆ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৬০ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।<br>◆ ৮ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১৯৪১ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।<br>◆ ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১০৮৪৪০২টি ফোন রিসিভ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ২৫ কোটি পাঠ্যপুস্তকে ১০৯ এবং এর সুবিধাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।<br>◆ মোবাইল অ্যাপস জয় হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৫২০ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।<br>◆ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩৬৫৯২ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।<br>◆ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।<br>◆ ২৯ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ মোবাইল অ্যাপস জয় এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।<br>◆ ২ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এর শুভ উদ্বোধন হয়। |

| | | |
|---|---|---|
| সময়োপযোগী চাহিদা/ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | | ◆ ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম তরান্বিত করা।<br>◆ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখা।<br>◆ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ রাজস্ব বাজেটে নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা<br>◆ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এবং মোবাইল অ্যাপস জয় এর কার্যক্রম শক্তিশালী করা।<br>◆ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা।<br>◆ দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ন্যায় নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য রেফারেল সিস্টেম তৈরী ও বাস্তবায়ন করা ।<br>◆ ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি, হাসপাতাল এবং স্কুলভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার সম্প্রসারণ করা। |

## ২। প্রকল্পের নামঃ Accelerating Protection for Children (ACP) প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১১৫০৬.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৬৬.৩৮ ও ইউনিসেফ ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা)

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১

প্রকল্প এলাকাঃ ২৬ জেলা (জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বান্দরবন, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ)।

### প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

**ক) লক্ষ্য**

ইউনিসেফ বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ২০১৭-২০২০ এর আওতায় শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে অভীষ্ট এলাকার শিশুদের প্রতি সহংসহা, নির্যাতন, শোষণ এবং অবহেলার বিষয়ে সাড়াদানের মাধ্যমে উন্নত ও ন্যায় সংগত প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

**খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য**

০১। পরিবার ও স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশী সুবিধাবঞ্চিত (প্রতিবন্ধী বা শহরের দরিদ্র পরিবারে বসবাসরত, বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ও দূর্যোগপ্রাবণ এলাকায় বসবাসরত) তাদের সুরক্ষা প্রদান যেন তারা নিরাপদে উন্নত সামাজিক সেবাগুলো উপভোগ করতে এবং ইতিবাচক আচরণ করতে সমর্থ্য হয়।

০২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স উপযোগী ছেলে ও মেয়েদের বিশেষ করে দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য সমব্যবস্থাপূর্ণ, সুস্থ, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেন তারা ন্যায়সংগত ভাবে শিখতে পারে।

০৩। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের (বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা স্থিতিশীল এবং সামাজিক পরিবর্তনের সক্ষম প্রতিনিধি হিসাবে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে উচ্চমানের মৌলিক সামাজিক সেবাগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

০৪। নীতি পরিবেশ ও জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ের কমব্যবস্থাগুলো সমৃদ্ধকরণ এবং জ্ঞান ও বাস্তবতার আলোকে ন্যায়সংগতভাবে শিশু অধিকার অনুধাবন এবং কার্যকর করা।

**Key Components of the Project:**

1. Empowerment of Adolescents (EoA).
2. Capacity Building and Quality services.
3. Support to policy formulation and Advocacy.
4. Monitoring and Knowledge Management.
5. Communication for Development (C4D).

### প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

১. কিশোর কিশোরী ক্লাব সদস্যদের ক্ষমতায়নের জন্য Standardized Adolescent Empowerment Package তৈরী।

২. কিশোর কিশোরী ক্লাব পরিচালনা ও মনিটরিং করার জন্য জিআইএস ম্যাপিং।

৩. ৩৭,৫৪৫ জন কিশোর-কিশোরীকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে সরিয়ে এনে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে স্টাইপেন্ড প্রদান।

৪. শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম, শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রথার প্রভাব সম্পর্কে ১৬৭,৫০০ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫. শিশুর প্রতি নির্যাতন, শোষণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে ৫৫০০ অভিভাবক এবং সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের "শিশু উন্নয়ন" "যোগসূত্র" স্থাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৬. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৭৫,০০০ পিতামাতাকে সন্তান লালন-পালন বিষয়ে "শিশু উন্নয়ন" বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

৭. ১০০০ সাতার প্রশিক্ষক তৈরি এবং ৫০,০০০ শিশুকে সাঁতার শেখানো।

৮. জাতীয় কিশোর-কিশোরী কৌশলপত্র, চাইল্ড প্রটেকশন সিস্টেম ম্যাপিং, এডোলেসেন্টদের ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন;

৯. ১০০ টি শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন এবং ১২,০০০ Ability Based Learning Training প্রদান।

১০. ১৫০ জন স্টাফকে কেস মেনেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

১১. এডোলেসেন্ট ক্লাব এ SAEP জন্য ১০০ জন মাষ্টার ট্রেইনার, ৪০০ সহায়ক এবং ৭,০০০ পিয়ার লিডারকে প্রশিক্ষণ।

১২. ২,১০০ এডোলেসেন্ট ক্লাব স্থাপন এবং ২৫০,০০০ এডলেসেন্ট-এর বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

১৩. এডোলেসেন্ট ক্লাবের সদস্যদের জন্য অনলাইন পোটাল তৈরি এবং ২৫০,০০০ এডোলেসেন্টকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি।

১৪. যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, শিশু বিবাহ নিরাধ আইন ২০১৭ এর বিধি প্রণয়ন, শিশু সুরক্ষা বিষয়ক অধিদপ্তর স্থাপন এবং চাইল্ড রাইটস কমিশন স্থাপনের বিষয়ে ৯টি সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন।

১৫. শিশুর অবস্থা এবং তাদের ঝুঁকির মাত্রা মনিটর করার উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং প্রকল্প কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১৬. জরুরী অবস্থায় শিশুর উদ্ধার, সুরক্ষা বিষয়ে ২০০ ক্লাষ্টার মেম্বারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

### এক নজরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১. ২,১০০ এডোলেসেন্ট ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে এবং ক্লাবে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. ২৪ টি শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রের কাজ চলমান রয়েছে।

৩. শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম, শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রথার প্রভাব সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে ৩২০,০০০ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪. জাতীয় কিশোর-কিশোরী কৌশলপত্র প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৫. কিশোর-কিশোরী ক্লাব সদস্যদের ক্ষমতায়নের জন্য Standardized Adolescent Empowerment Package তৈরীর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৬. ভোলা জেলায় ৮৭০টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জিআইএস ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে।

৭. কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করার জন্য এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য অ্যাপস তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকার উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. ৪৩০ টি সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. বিভাগীয় পর্যায়ে ৬টি কর্মশালা (খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, রংপুর এবং চট্টগ্রাম) সম্পন্ন হয়েছে।

১০. শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম, শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রথার প্রভাব সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য টিভি সিরিয়াল ইচ্ছেডানার সিজন-২ এর ৫ টি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে।

১১. দুর্যোগের সময় শিশুদের সুরক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে গ্রুপ গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

১২. ৪০০০ পিয়ার লিডারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জীবন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

*বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য র‍্যালি।*

*কিশোর-কিশোরী ক্লাবে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ*

## খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্প

### ১.০ উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ" প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সমন্বিত তথ্যাদিঃ

**উদ্দেশ্যঃ** আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র, অনগ্রসর নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হতে সহায়তা করা। প্রকল্পের মাধ্যমে ২,১৭,৪৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

- **প্রকল্পের মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০।
- **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা।
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করে দরিদ্রমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে ২,১৭,৪৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

### আইজিএ প্রকল্পের কার্যক্রমঃ সমগ্র বাংলাদেশ

- ৪২৬টি উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ২ (দুই) টি করে ট্রেড)।
- ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে (প্রতিটি জেলায় ০১ (এক) টি করে ট্রেড)।
- ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে (০১টি ট্রেড মটর ড্রাইভিং)।

### আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডের তালিকা

| | |
|---|---|
| ১. বিউটিফিকেশন | ২. টেইলারিং |
| ৩. ব্লক বাটিক | ৪. ফ্যাশন ডিজাইন |
| ৫. শতরঞ্জি ও হস্তশিল্প | ৬. ফ্রন্টডেস্ক ম্যানেজমেন্ট ও সেলসম্যানশীপ |
| ৭. ক্রিস্টাল শো পিছ ও ডেকোরেটেড ক্যান্ডেল মেকিং (মোমবাতি) | ৮. কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং |
| ৯. ভার্মি কম্পোস্ট , মাশরুম ও মৌচাষ | |

### আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

*মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় গত ২৫/০৭/২০১৯ ইং তারিখে সিলেট জেলায় আইজিএ প্রকল্পে ৪র্থ ব্যাচের মটর ড্রাইভিং এবং কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এবং ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রশিক্ষন সনদ প্রদান করেন।*

*নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন।*

*টেইলারিং ট্রেডের প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম*

*বিউটিফিকেশন ট্রেডে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম*

*মাশরুম ট্রেডের প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম*

*ভার্মি কম্পোস্ট ট্রেডে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম*

*ক্রিস্টাল শো-পিছ ট্রেডে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের*

### আর্থিক অগ্রগতি

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৬২০.৬২ লক্ষ টাকা। জুন /২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৪১১.৩১ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯২%।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য এডিপি বরাদ্দ ছিল ৯২৯৬.০০ লক্ষ টাকা । জুন -২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮০৫৮.৮৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৬৯%।
- প্রকল্পের শুরু হতে জুন-২০১৯ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১০৪৭০.২০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের ব্যয় ২৮৩২২.৬০ এর ৩৬.৯৭%।

### প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

- প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্প মেয়াদে ২,১৭,৪৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- জুলাই-২০১৮ হতে জুন-২০১৯ পর্যন্ত ৭৪,৬৪০ জন নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল । উক্ত সময়ে ৭৪,৩৬০ জন নারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অর্জন-৯৯.৬২%।
- প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলা পর্যায়ে সর্বমোট ৯১,৪০০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪২৬টি উপজেলায় ৬ষ্ঠ ব্যাচের এবং ৮টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলা পর্যায়ে ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪২.০৩%।

## ২.০ নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন

**উদ্দেশ্য:** কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর নারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

### বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান।চলতি বছরে প্রতি ব্যাচে ৬টি ট্রেডে ১০ জন করে মোট ৬০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- প্রতি ব্যাচে ৩ মাস মেয়াদ অনুযায়ী জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচের মোট ২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

**ভৌত অবকাঠামো**

- ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

## ৩.০ কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

**উদ্দেশ্য:** সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সক্ষম করা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য।

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

- ৪০৭৭টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে ।
- ক্লাব পরিচালনার জন্য ৪৩৭৩টি বিদ্যালয়ের তালিকা পাওয়া গেছে।
- ইজিপি এর মাধ্যমে প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ।
- প্রকল্পের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রকল্প অফিসের জন্য একটি জীপ গাড়ি এবং ২টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জনবল হিসেবে ১জন ডিপিডি, ২জন হিসাব রক্ষক এবং ২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.০ সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ।

**উদ্দেশ্য:** ১৮-৩৫ বৎসরের সুবিধাবঞ্চিত অদক্ষ মহিলাদের নিরাপদ আবাসনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনমান উন্নয়ন করা।

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

- শহীদ ময়েজউদ্দিন আবাসিক বৃত্তিমূলক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান ও ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি চলমান ।
- ভবনের মূল গেটের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৫.০ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

**উদ্দেশ্য:** কর্মজীবী নারীদের আবাসন সুবিধা এবং শিশুদের দিবাযত্ন প্রদান।

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

- ২০ অক্টোবর' ২০১৮ তারিখ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত ছয় তলা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ভবন উদ্বোধন করা হয়।

## ৬.০ মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প।

**উদ্দেশ্য :** কর্মজীবী নারীদের আবাসন সুবিধা প্রদান।

### বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ৩য় তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত প্লাস্টারসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ৪র্থ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত পাস্টারসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২'টি হোস্টেলের অনুকুলে প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

## ৭.০ নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০তলা ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান হোস্টেল সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

উদ্দেশ্য : অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের অধিকহারে সহায়তাদানের জন্য স্বল্প খরচে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

### বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেলের সোর পাইলের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোর হোস্টেলের অবকাঠামো সংস্কার এবং মেরামতের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- চারটি হোস্টেলের অনুকুলে প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোর হোস্টেলের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোর হোস্টেলের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

## ৮.০ Accelerating Action to end Child Marriage in Bangladesh

**উদ্দেশ্য:** কিশোরী বিবাহিত-অবিবাহিত মেয়েদের জন্য বিনিয়োগ ও সমর্থন বৃদ্ধি এবং এই সমর্থনের উপকারিতা দৃশ্যমান করে বাল্য বিবাহ মোকাবেলায় কর্মের গতি বাড়ানো।

### বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(১) এ প্রকল্পের আওতায় ৩৬ জন জেন্ডার প্রমোটার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
(২) প্রকল্পের আওতায় ৭২ টি কিশোরী রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
(৩) ২০১৮-১৯ অর্থ বরাদ্দ : ২৩১.০০ লক্ষ টাকা।
(৪) অর্থ অবমুক্ত: ১৪২.০০ লক্ষ টাকা।
(৫) জুন-২০১৯ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় : ১২০.২৩ লক্ষ টাকা।
(৬) অবমুক্ত অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮৪%

## ৯.০ Advancement of Women's Rights

**উদ্দেশ্য:** মহিলাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ করা।

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

(১) ৪টি জেলায় ১৬৮টি NNPC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২) Universal Periodic Review (UPR) update করণে ৩টি জেলায় এবং National level-এ Consultation Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

(৩) "দুর্যোগ নারীর প্রতি সহিংসতা" বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২২টি জেলার ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট এনজিওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(৪) জামালপুর জেলায় GBV sub cluster কমিটি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

## ১০. National Resilince Programme

**উদ্দেশ্য :** টেকসই মানব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা ও দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২৭০০ জন বিপদাপন্ন নারী উদ্যোক্তাদের টেকসই জীবিকায়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং জেন্ডার রেসপনসিভ, ডিজ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার রিস্ক রিভাকশান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সাইক্লোন প্রিপার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি), ফ্লাড প্রিপার্ডনেস প্রোগ্রাম (এফপিপি) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের Gender Responsive & Disability Inclusive Disater Risk Reduction প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ সম্পন্ন হবে।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে (SOD) জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক সুপারিশসমূহ অর্ন্তভূক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- Gender Responsive Resilience বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

## খ জাতীয় মহিলা সংস্থার ৪টি প্রকল্প

### ১.০ নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি শহর অঞ্চলের দরিদ্র, দুঃস্থ, বিত্তহীন ও অনগ্রসর মহিলাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে ৮৬১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অন্য ৬৩টি জেলা শহরে ৬৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২টি উপজেলায় (ভৈরব ও বাকেরগঞ্জ) ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০টি বিভিন্ন ট্রেডে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

### ক) প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ হলো-

| ক্রনং | ট্রেডের নাম | ক্রনং | ট্রেডের নাম |
|---|---|---|---|
| ১ | সেলাই ও এমব্রয়ডারী | ২ | ব্লক-বাটিক এন্ড স্ক্রীণ প্রিন্ট |
| ৩ | সাবান-মোমবাতি ও শোপিস তৈরী | ৪ | বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং |
| ৫ | পোলট্রি উন্নয়ন | ৬ | খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ |
| ৭ | চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী | ৮ | নকশী কাঁথা ও কাটিং |
| ৯ | মোবাইল সার্ভিসিং | ১০ | বিউটিফিকেশন। |

*ব্লক-বাটিক*

*নকশী কাঁথা ও কাটিং*

*বিউটিফিকেশন*

*মোবাইল সার্ভিসিং*

প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৫০০০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ১২১৩৭৫ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি মার্কেটে "সোনার তরী" কারুশিল্প নামে একটি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র রয়েছে।

*পোলট্রি উন্নয়ন*

*খাদ্য*

এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ (চার) মাস। প্রতি ব্যাচে সকাল ও বিকাল ০২ শিফটে (২৫+২৫) = ৫০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানকালে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে উপস্থিতির ভিত্তিতে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহর অঞ্চলের দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন প্রান্তিক মহিলাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের জাতীয় উন্নয়নে পুরুষের সমকক্ষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

**২.০ তথ্য আপা:** ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়):

- মেয়াদ : ৫ বছর (এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২২)।
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
- প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪ জেলাধীন ৪৯০ টি উপজেলা ।

## ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্য

### ক) জনবল নিয়োগঃ

তথ্য আপা: প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ০১ জন প্রকল্প পরিচালক, ০২ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এছাড়া তথ্য আপা প্রকল্পের ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও তথ্যসেবা কর্মকর্তা, তথ্যসেবা সহকারী পদে মোট ১৪৭৬ টি শূণ্যপদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে E-Recruitment পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে নভেম্বর, ২০১৮ মাসে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৪৯০ টি তথ্যকেন্দ্রে ৪৯০ জন অফিস সহায়ক এবং প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে ০৩-জন অফিস সহায়ক, ০৩-জন ড্রাইভার ও ০১-জন ক্লিনারসহ মোট ৪৯৭ জনকে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

### জ) তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের ৪৯০ টি উপজেলায় ৪৯০ টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৪৯০ টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাস থেকে তথ্যপ্রযুক্তি সর্ম্পকে ০১ (এক) কোটি গ্রামীণ মহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং উঠান বৈঠকের (সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

### গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নিয়োগকৃত ৪৯০-জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও ৯৮০-জন তথ্যসেবা সহকারীদের মধ্যে ৪৩৯ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা এবং ৮২৯ জন তথ্যসেবা সহকারীদের ১৫-দিন মেয়াদী "অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস এবং জেন্ডার সমতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। তথ্যসেবা কর্মকর্তাদের ঢাকায় অবস্থিত ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে [জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমী (এনএপিডি), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), ফিন্যানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি)] এবং তথ্যসেবা সহকারীদের ২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এপ্রিল, ২০১৯ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।

*চিত্র: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন।*

### ঘ) যন্ত্রপাতি ক্রয়

৪৯০টি উপজেলায় ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ইকুইপমেন্ট (ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ক্যামেরা) ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তথ্য কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, নেটওয়ার্ক এ্যাক্সেসরীজ-ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।

### ঙ) আসবাবপত্র ও বাইসাইকেল ক্রয়

ই-জিপি পদ্ধতিতে ৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্রের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়পূর্বক তথ্য কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য কেন্দ্রসমূহে ২টি করে বাইসাইকেল ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি তথ্য কেন্দ্রে ২টি করে সিলিং ফ্যান ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রোকারীজ সরববাহ করা হয়েছে।

### চ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, বিভিন্ন রিপোর্ট, তথ্য আদান-প্রদান, সেবাগ্রহীতাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে OTM (ওপেন টেন্ডার) এর মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

### ছ) সেবা গ্রহীতার সংখ্যা

৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০ টি তথ্যকেন্দ্রে উঠান বৈঠক আয়োজন ও ডোর টু ডোর সেবা প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ১,৮৮,৫০০ (এক লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত) জন গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

*চিত্র: উঠান বৈঠক কার্যক্রম।*

*চিত্র: ডোর টু ডোর সেবা কার্যক্রম।*

### জ) আর্থিক অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে মোট ৮৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে রাজস্ব বাবদ ৪৮১০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন বাবদ ৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা মোট ৮৫৪৬.০০ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩৬৯.৯৫ লক্ষ টাকা (৯৪.৫১%)।

### ঝ) অর্থ বছর ভিত্তিক ব্যয়

| ক্রমিক নং | অর্থ বছর | মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২০১৭-২০১৮ | ৫০০.০০ | ৪৯৮.৬৯ |
| ২ | ২০১৮-২০১৯ | ৮৮৫৬.০০ | ৮৩৬৯.৯৫ |
| | | **ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ব্যয় =** | **৮৮৬৮.৬৪** |

## ৩.০ ‘‘জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন দেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্যতম শর্ত। সে লক্ষ্যে দেশের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে “জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)” শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি খাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে “জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)” শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৬৪ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪২২০৬জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত ৬মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘন্টা) কম্পিউটার অফিস এ্যাপিকেশন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া কোর্সের

*৮ মার্চ ২০১৯ আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) শীর্ষক প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন।*

উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ ব্যাচে মোট ২৯৪০৬ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) শীর্ষক প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১১৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১১২৮.৬৫৬৫৯ লক্ষ টাকা, শতকরা হার ৯৯.০১%। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৬মাস মেয়াদী "কম্পিউটার অফিস এ্যাপিকেশন কোর্সে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪০০ জন এবং মোট ৬৪০০ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । অল্প শিক্ষিত নারীরা স্বল্প মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সফটওয়্যার ও ওয়েব সাইট ডেভেলপমেন্টসহ প্রাক যোগ্যতা হিসেবে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন নারী চাইলে ঘরে বসে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সাবলম্বী হতে পারে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরি পেয়েছেন। এছাড়া ২৭২ জন প্রশিক্ষণার্থী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে আয় করছেন।

## ৪.০ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্ধুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় মহিলা সংস্থা জুন ২০১৫ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ্রহণ করেছেন।

- প্রকল্পের নাম : অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- প্রকল্পের মেয়াদ - জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০
- প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধনী) - ৯২৪৯.৪৩ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস - জিওবি
- জনবল - ৪১ জন

| প্রকল্পের উদ্দেশ্য: | |
|---|---|
| **দীর্ঘ মেয়াদী** | **স্বল্প মেয়াদী** |
| বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম - নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করা। | ◆ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮২,৫০০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন<br>◆ নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে সহায়তা প্রদান করা।<br>◆ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে ৩০টি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং চাহিদা অনুযায়ী ১০টি পার্লার স্থাপন করা।<br>◆ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা। |

### ক) প্রকল্প এলাকা : (৩০ টি নির্বাচিত উপজেলা)

ঢাকা হেড অফিস, টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর সদর, মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, মোহনগঞ্জ, টাঙ্গাইল সদর/নাগরপুর, হোসাইনপুর/মিঠামঈন, পলাশ, নকলা, কসবা, সরাইল, কক্সবাজার, লাঙ্গলকোট/চৌদ্দগ্রাম, চাটখিল, সুনামগঞ্জ সদর, দক্ষিণ সুরমা, বাকেরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর, ভোলা সদর, গোদাগাড়ি, শিবগঞ্জ, খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি, যশোর সদর/কেশবপুর, পাটগ্রাম, গাইবান্ধা সদর এবং পীরগঞ্জ।

### খ) প্রকল্পের প্রশিক্ষণের বিষয়, মেয়াদ ও সংখ্যা

| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণের বিষয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | বিউটিফিকেশন | ৬৫দিন | ১৫,০০০ |
| ২ | ক্যাটারিং | ৬৫দিন | ১৫,০০০ |
| ৩ | ফ্যাশন ডিজাইন | ৬৫দিন | ১৫,০০০ |
| ৪ | বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন | ৬৫দিন | ১৪,৫০০ |
| ৫ | ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট | ৬৫দিন | ৫০০ |
| ৬ | বিজনেস ম্যনেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস | | ২২,৫০০ |
| **মোট** | | | **৮২,৫০০** |

### গ) প্রশিক্ষণ

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে ২৬টি জেলার ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬টি বিষয়ে ৯৮০ ব্যাচে মোট ২৪,৫০০ জন বেকার ও উদ্যোক্তা নারীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তদানুযায়ী চলতি অর্থবছরে প্রশিক্ষণের চাহিদা থাকায় ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিষয়ভিত্তিক প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ৬টি ট্রেডে মোট ৯৮০ ব্যাচে ২৪,৫০০ জন বেকার ও উদ্যোক্তা নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি বিষয় ভিত্তিক অগ্রগতি :

| ট্রেডের নাম | লক্ষ্যমাত্রা | | অগ্রগতি | | ড্রপ আউট | অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ব্যাচ | সংখ্যা | ব্যাচ | সংখ্যা | | |
| বিউটিফিকেশন | ১৮৪ ব্যাচ | ৪,৬০০ জন | ১৮৪ ব্যাচ | ৪,৬০০ জন | - | ১০০% |
| ক্যাটারিং | ১৮০ ব্যাচ | ৪,৫০০ জন | ১৮০ ব্যাচ | ৪,৫০০ জন | - | ১০০% |
| ফ্যাশন ডিজাইন | ১৮০ ব্যাচ | ৪,৫০০ জন | ১৮০ ব্যাচ | ৪,৫০০ জন | - | ১০০% |
| বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন | ১৭৮ ব্যাচ | ৪,৪৫০ জন | ১৭৮ ব্যাচ | ৪,৪৫০ জন | - | ১০০% |
| ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট | ০৬ ব্যাচ | ১৫০ জন | ০৬ ব্যাচ | ১৫০ জন | - | ১০০% |
| বিজনেস ম্যনেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস | ২৫২ ব্যাচ | ৬,৩০০ জন | ২৫২ ব্যাচ | ৬,৩০০ জন | - | ১০০% |
| **মোট** | **৯৮০ ব্যাচ** | **২৪,৫০০ জন** | **৯৮০ ব্যাচ** | **২৪,৫০০ জন** | - | **১০০%** |

*বিউটিফিকেশন*

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বিউটিফিকেশন বিষয়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৮৪টি ব্যাচ শেষ হয়েছে। ১৮৪টি ব্যাচে মোট ৪,৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি।

ফ্যাশন ডিজাইন

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৮০টি ব্যাচ শেষ হয়েছে। ১৮০টি ব্যাচে মোট ৪,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি।

ক্যাটারিং

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ক্যাটারিং বিষয়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৮০টি ব্যাচ শেষ হয়েছে। ১৮০টি ব্যাচে মোট ৪,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি।

বি এন্ড মাশরুম

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ১৭৮ টি ব্যাচ শেষ হয়েছে। ১৭৮ টি ব্যাচে মোট ৪,৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। কোন প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ আউট হয়নি।

ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ে ঢাকা প্রধান কার্যালয়ে ৩টি ব্যাচ শেষ হয়েছে। ৩টি ব্যাচে মোট ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান

দরিদ্র ও হতদরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে আত্মনির্ভশীল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) প্রকল্প ৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি দিন আসা যাওয়া বাবদ ১০০ টাকা হারে যাতায়ত ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২৪,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

বিউটি পার্লার স্থাপন

প্রশিক্ষিত বেকার ও উদ্যোগী নারীদের জীবন জীবিকার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য হাতে কলমে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সারাদেশে ১০টি বিউটিপার্লার স্থাপন করা হয়। ১.শ্যামলী -ঢাকা, ২. কক্সবাজার সদর, ৩. খুলনা মেট্রোপলিটন, ৪. সরাইল- বাহ্মণবাড়িয়া, ৫. মুন্সীগঞ্জ সদর, ৬. যশোর সদর, ৭. কালিগঞ্জ- গাজিপুর, ৮. খাগড়াছড়ি সদর, ৯. টাঙ্গাইল সদর এবং ১০. বরিশাল সদর।

## মেলা ও প্রর্দশনীর আয়োজন

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে নানা সমস্যার সম্মুখান হয়। আর্থ সামাজিক অবস্থা ও উপযুক্ত সুযোগের অভাবে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারে না। তাই নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য সারা দেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন ৩০টি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে ইষ্টার্ণ মল্লিকা শপিং কমপেক্স-এ উন্মেষ নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রটি ১০(দশ) জন নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় ও প্রর্দশীর লক্ষে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৮ই মার্চ আন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী উদ্যোক্তাদের স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

USA – Miamia তে অনুষ্ঠিত Apparel Textile Soureing Miami-2019 মে, ২৮-৩০ মেলায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর স্টল্।

## ১৬ (ক) ২০১৮-২০১৯ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী)

### ২০১৮-২০১৯ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্রকল্পেরনাম (বাস্তবায়নকাল) | অনুমোদনের পর্যায় | প্রকল্পের ব্যয় | | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ | | ৩০শে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ | | | | | | | প্রকল্প সাহায্যের উৎস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মোট (বৈঃ মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট | টাকা | মোট | টাকা | মোট | টাকা (রাজস্ব) | ব্যয় খাত | | আমদানী শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ বরাদ্দ | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | অন্যান্য | |
| | | | | | | | | | | | মূলধন (টাকাংশ) | রাজস্ব | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| | সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিনিয়োগ | | | | | | | | | | | | | | | ডানিডা |
| | চলতি প্রকল্পঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ | অনুমোদিত | ১১৫০৭.৫৫ | ২৭৬০.৩৪ | ২৩৫৪.০০ | ১৮৯৬ | ৩১৭০.৯২ | ১৫৮৭.০৮ | ২১০০.০০ | ১৪০.০০ | ১৭.০০ | ১৯৬৩.০০ | ০.০০ | ৭০০.০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোট বিনিয়োগ সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১টি । | | ১১৫০৭.৫৫ | ২৭৬০.৩৪ | ২৩৫৪.০০ | ১৮৯৬.০০ | ৩১৭০.৯২ | ১৫৮৭.০৮ | ২১০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১৭.০০ | ১৯৬৩.০০ | ০.০০ | ৭০০ | ০.০০ | |
| | সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। | | | | | | | | | | | | | | | |
| | চলতি প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২ | নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প। জুলাই, ২০১২ জুন,২০১৯ | অনুমোদিত | ২২৬৭.৪২ | ০ | ৭৬০.০০ | ৭৬০.০০ | ১৭৮৫.৮৭ | ১৭৮৫.৮৭ | ৬১২.৭০ | ৬১২.৭০ | ৩৫২.৬২ | ২৬০.০৮ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন জুলাই, ২০১২ জুন,২০১৯ | অনুমোদিত | ৫২৪৯.৭০ | ০.০০ | ৭৮৩.০০ | ৭৮৩.০০ | ৩০৫৬.৪৯ | ৩০৫৬.৪৯ | ১১১২.০০ | ১১১২.০০ | ৯৯৬.০০ | ১১৬.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র জুলাই, ২০১৬ জুন,২০২০ | অনুমোদিত | ১৭২৬.২৯ | ০.০০ | ৯৫.০০ | ৯৫.০০ | ১২২৬.৭২ | ১২২৬.৭২ | ৫১৫.৭১ | ৫১৫.৭১ | ৪৫৮.৬২ | ৫৭.০৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল উর্ধমূখী সম্প্রসারণ জুলাই, ২০১৬ জুন, ২০১৯ | অনুমোদিত | ৩৯৩৭.৫৫ | ০.০০ | ২০৪১.০০ | ২০৪১.০০ | ১২৮৭.০০ | ১২৮৭.০০ | ১২৯৮.০০ | ১২৮৯.০০ | ১২৮৪.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন জুলাই, ২০১৬ফেব্রুয়ারী, ২০২১ | অনুমোদিত | ৫৯৮৮.৪৯ | ০ | ১১৭৪.০০ | ১১৭৪.০০ | ৮৪৩.৩০ | ৮৪৩.৩০ | ১২৭২.০০ | ১২৭২.০০ | ১৭৩.০০ | ১০৯৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | ১০৯৯.০০ | | | | | | |
| ৭ | ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল (সংশোধিত), জানুঃ,২০১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ | অনুমোদিত | ২৮৩২২.৬০ | ০.০০ | ৬১১৬.০০ | ৬১১৬.০০ | ৪১৯২.৫৩ | ৪১৯২.৫৩ | ৯২৯৬.১৩ | ৯২৯৬.১৩ | ৩০৬.৫৭ | ৮৯৮৯.৫৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | ৮৯৮৯.৫০ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | নীলক্ষেত কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল সংলগ্ন নতুন ১০তলা ভবন নির্শাণ এবং বিদ্যমান হোষ্টেল সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার জানুয়ারী, ২০১৭ -জুন, ২০২০ | অনুমোদিত | ৩৫৯৭.৪৮ | ০.০০ | ১৫১৮.০০ | ১৫১৮.০০ | ৩০৭.২১ | ৩০৭.২১ | ৬১৩.২৮ | ৬১৩.২৮ | ৫৯২.০০ | ২০.০৮ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০১৮ -৩১/১২/২০২০) | অনুমোদিত | ৫৫১৫৬.০০ | ০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২৫.১৬ | ২৫.১৬ | ১৩২৩.৮১ | ১৩২৩.৮১ | ২০৪.০০ | ১১১৯.৮১ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোটঃ সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৮টি । | | ১০৬২৪৫.৫৩ | ০.০০ | ১৪৪৮৭.০০ | ১৪৪৮৭.০০ | ১২৭২৪.২৮ | ১২৭২৪.২৮ | ১৬০৩৪.৬৩ | ১৬০৩৪.৬৩ | ৪৩৬৭.২১ | ১১৬৬৭.৪২ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | বিনিয়োগ সংস্থাঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা। | | | | | | | | | | | | | | | |
| | চলতি প্রকল্প ঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) জুলাই, ২০১৩ জুন, ২০১৯ | অনুমোদিত | ৬০৩৮.৮৮ | ০.০০ | ১৩২৫.০০ | ১৩২৫.০০ | ৫১৯৮.৩৪ | ৫১৮৯.৩৪ | ১১৪০.০০ | ১১৪০.০০ | ৫.০০ | ১১৩৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | অথনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) জুলাই, ২০১৫ জুন, ২০২০ | অনুমোদিত | ৯২৪৯.৪৩ | ০.০০ | ২৩৭৯.০০ | ২৩৭৯.০০ | ৬৬৪২.৫৪ | ৬৬৪২.৫৪ | ২৮১৭.৮৯ | ২৮১৭.৮৯ | ০.০০ | ২৮১৭.৮৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই, ২০১৬ জুন, ২০২০ | অনুমোদিত | ৮৬১৫.০০ | ০.০০ | ১৯৬০.০০ | ১৯৬০.০০ | ৩৫৮৩.৫১ | ৩৫৮৩.৫১ | ১৯৭৫.০০ | ১৯৭৫.০০ | ০.০০ | ১৯৭৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | "তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প এপ্রিল ২০১৭ মার্চ, ২০২২ | অনুমোদিত | ৫৪৪৯০.৭৪ | ০.০০ | ১৪৫৮৪.০০ | ১৪৮৫৪.০০ | ৬১৮.৯২ | ৬১৮.৯২ | ৮৮৫৫.৫০ | ৮৮৫৫.৫০ | ৪০৪৫.৬৫ | ৪৮০৯.৮৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোটঃ বিনিয়োগঃ সংস্থাঃ জাতীয় মহিলা সংস্থা ৪টি | | ৭৮৩৯৪.০৫ | ০.০০ | ২০২৪৮.০০ | ২০২৪৮.০০ | ১৬০৩৪.০০ | ১৬০৩৪.০০ | ১৪৭৮৮.৩৯ | ১৪৭৮৮.৩৯ | ৪০৫০.৬৫ | ১০৭৩৭.৭৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | বিনিয়োগ সংস্থাঃ জয়িতা ফাউন্ডেশন। | | | | | | | | | | | | | | | |
| | চলতি প্রকল্প ঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৪/২০১৮ -৩১/০৩/২০২১) | অনুমোদিত | ১৪৪২৫.০০ | ০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ৬.৪৩ | ৬.৪৩ | ২৬৪.০০ | ২৬৪.০০ | ১১৭.০০ | ১৪৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | নতুন প্রকল্প: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৯ -৩১/১২/২০২৩) | অনুমোদিত | ২৬২৯৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৫৩.০০ | ৬৫৩.০০ | ৩৪৮.০০ | ৩০৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোটঃ বিনিয়োগঃ সংস্থাঃ জয়িতা ফাউন্ডেশন ২টি। | | ৪১৭২৪.৪৫ | ০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ৬.৪৩ | ৬.৪৩ | ৯১৭.০০ | ৯১৭.০০ | ৪৬৫.০০ | ৪৫২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | উপমোট বিনিয়োগঃ সেক্টর মহিলা বিষয়ক; মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫টি। | | ২৩৭৮৭১.৫৮ | ২৭৬০.৩৪ | ৩৯০৮৯.০০ | ৩৮৬৩১.০০ | ৩১৯৩৫.৯৪ | ৩০৩৫২.১০ | ৩৩৪৪০.০২ | ৩৩১৪০.০২ | ৯০১৯.৮৬ | ২৪৮২০.১৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | কারিগরি সহায়তাঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সংস্থাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় । | | | | | | | | | | | | | | | |
| | চলতি প্রকল্প ঃ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬ | Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প ১লা জুলাই২০১৭ হতে জুন, ২০২০ | অনুমোদিত | ৪২১.০৭ | ৫০.৬০ | ২১৮.০০ | ২০৩..০০ | ১৫.৬৭ | ৮.১৭ | ৮৫.২৭ | ৭০.২৭ | ১৫.০০ | ৮৫.২৭ | ০.০০ | ১৫.০০ | ০.০০ | Un-Women |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | Accelerating Protection for Children (APC) শীর্ষক প্রকল্প ১লা জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ | অনুমোদিত | ১১৫০৬.৪৮ | ১০৮৪০.১০ | ৪১৬৩.০০ | ১৬৭.০০ | ৯০৬.৭৬ | ৫৬.৭৬ | ৪১০৪.০০ | ১০৮.০০ | ৬৮.০০ | ৪০৩৬.০০ | ০.০০ | ৩৯৯৬.০০ | ০.০০ | UNICEF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোটঃ কারিগরি সহায়তাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২টি। | | ১১৯২৭.৫৫ | ১০৮৯০.৭০ | ৪৩৮১.০০ | ৩৭০.০০ | ৯২২.৪৩ | ৬৪.৯৩ | ৪১৮৯.২৭ | ১৭৮.২৭ | ৮৩.০০ | ৪১২১.২৭ | ০.০০ | ৪০১১.০০ | ০.০০ | |
| | সংস্থাঃ কারিগরি সহায়তাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। সেক্টর মহিলা বিষয়ক; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | চলতি প্রকল্প ঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৮ | Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প ১লা নভেম্বর, ২০১৭ হতে অক্টোবর, ২০১৯ | অনুমোদিত | ৪৩৪.৮৬ | ৪৩৪.৮৬ | ২৮৪.০০ | ০.০০ | ১৯.৫৭ | ০.০০ | ২৩১.০০ | ০.০০ | ২.০০ | ২২৯.০০ | ০.০০ | ২৩১.০০ | ০.০০ | UNFPA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | এডভান্সমেন্ট অফ উইমেন্স রাইটস্‌ নভেম্বর, ২০১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ | অনুমোদিত | ৬৭৭.২২ | ৬৭৭.২২ | ৩৬৭ | ০ | ৫১.৭৭ | ০ | ২০৮.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ২০৮.০০ | ০.০০ | ২০৮.০০ | ০.০০ | UNFPA |
| | | | | | | | | | | ০.০০ | | | | | | |
| | উপমোটঃ কারিগরি সহায়তা;<br>সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ২টি। | | ১১১২.০৮ | ১১১২.০৮ | ৬৫১.০০ | ০.০০ | ৭১.৩৪ | ০.০০ | ৪৩৯.০০ | ০.০০ | ২.০০ | ৪৩৭.০০ | ০.০০ | ৪৩৯.০০ | ০.০০ | |
| | সংস্থাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | | | | | | | | | | | | | | | |
| | নতুন প্রকল্প ঃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২০ | ''শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়)'' প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-১/১২/২০২০) | অনুমোদিত | ৫০২৮.৪৪ | ৪১৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০ | ১০৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ০.০০ | ৮০০.০০ | ০.০০ | ইউনিসেফ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | উপমোটঃ কারিগরি সহায়তাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমিঃ ১টি। | | ৫০২৮.৪৪ | ৪১৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১০৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ০.০০ | ৮০০.০০ | ০.০০ | |
| | মোটঃ কারিগরি সহায়তাঃ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ ৫ টি। | | ১৮০৬৮.০৭ | ১৬১৫২.৭৮ | ৫০৩২.০০ | ৩৭০.০০ | ৯৯৩.৭৭ | ৬৪.৯৩ | ৫৬৭৮.২৭ | ৪২৮.২৭ | ২৩৫.০০ | ৫৪০৮.২৭ | ০.০০ | ৫২৫০.০০ | ০.০০ | |
| | উপমোট মহিলা বিষয়ক সেক্টরঃ বিনিয়োগ ১৫টি +কারিগরি সহায়তা ৫ টিঃ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০টি | | ২৫৫৯৩৯.৬৫ | ১৮৯১৩.১২ | ৪৪১২১.০০ | ৩৯০০১.০০ | ৩২৯২৯.৭১ | ৩০৪১৭.০৩ | ৩৯৫১৮.২৯ | ৩৩৫৬৮.২৯ | ৯২৫৪.৬৮ | ৩০২২৮.৪৩ | ০.০০ | ৫৯৫০.০০ | ০.০০ | |
| | মন্ত্রণালয় ৩টি (১ বিনিয়োগ + কারিগরি সহায়তা ২টি) ঃ | | ২৩৪৩৫.১০ | ১৩৬৫১.০৪ | ৬৭৩৫.০০ | ২২৬৬.০০ | ৪০৯৩.৩৫ | ১৬৫২.০১ | ৬২৮৯.২৭ | ১৫৭৮.২৭ | ২২০.০০ | ৬০৮৪.২৭ | ০.০০ | ৪৭১১.০০ | ০.০০ | |
| | মবিঅ ৯টি (বিনিয়োগ ৭টি + কারিগরি সহায়তা ২টি) ঃ | | ১০৭৩৫৭.৬১ | ১১১২.০৮ | ১৫১৩৮.০০ | ১৪৪৮৭.০০ | ১২৭৯৫.৬২ | ১২৭২৪.২৮ | ১৬৪৭৩.৬৩ | ১৬০০৩৪.৬৩ | ৪৩৬৯.২১ | ১২১০৪.৪২ | ০.০০ | ৪৩৯.০০ | ০.০০ | |
| | জামস ৪টি (বিনিয়োগ ৪টি + কারিগরি সহায়তা ০টি) ঃ | | ৪৭৯৩৪.০৫ | ০.০০ | ২০২৪৮.০০ | ২০২৪৮.০০ | ১৬০৩৪.৩১ | ১৬০৩৪.৩১ | ১৪৭৮৮.৩৯ | ১৪৭৮৮.৩৯ | ৪০৫০.৬৫ | ১০৭৩৭.৭৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | বাশিএ ১টি (বিনিয়োগ ০ টি + কারিগরি সহায়তা ১টি) ঃ | | ৫০২৮.৪৪ | ৪১৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১০৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ০.০০ | ৮০০.০০ | ০.০০ | |
| | জয়িতা ২টি (বিনিয়োগ ২টি +কারিগরি সহায়তা ০টি) ঃ | | ৪১৭২৪.৪৫ | ০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ৬.৪৩ | ৬.৪৩ | ৯১৭.০০ | ৯১৭.০০ | ৪৬৫.০০ | ৪৫২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| | মোট মন্ত্রণালয় ২০টি (বিনিয়োগ ১৫টি + কারিগরি সহায়তা ৫টি) ঃ | | ২৫৫৯৩৯.৬৫ | ১৮৯১৩.১২ | ৪৪১২১.০০ | ৩৯০০১.০০ | ৩২৯২৯.৭১ | ৩০৪১৭.০৩ | ৩৯৫১৮.২৯ | ৩৩৫৬৮.২৯ | ৯২৫৪.৬৮ | ৩০২২৮.৪৩ | ০.০০ | ৫৯৫০.০০ | ০.০০ | |

## ১৬ (খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি সমূহের তালিকা

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়) ঃ

| ক্রঃ নং | ক) কর্মসূচির নাম<br>খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়ন কাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (বরাদ্দের ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
| ০১ | ক) প্রারম্ভিক মেধা বিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ আইনুল কবীর (অতিরিক্ত সচিব), মশিবিম, মোবাইল নং-০১৫৫২৩২৫৩৫৫ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত | ৪৪৪.৫০ | ১০৯ .৪৭ | ১০৯.৪৭<br>১০০% | ১০৯.৪৫৫<br>৯৯.৯৯% | | ৪৪৪.৪৮৫<br>৯৯.৯৯% | সর্বমোট ২৪২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন/১৯ সমাপ্ত হয়েছে। |
| ০২ | ক) গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) বেগম ফেরদৌসী বেগম উপসচিব (বাজেট ও অডিট), মশিবিম।<br>মোবাইল-০১৫২২৩৯৭৯৯৬ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৪৫০.০০ | ১৬৩.৩৮ | ১২৩.১৮<br>৭৫.৩৯% | ৭৭.৫০<br>৪৭.৪৪% | - | ১৮৮.৯০<br>৪১.৯৮% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৩ | ক) এফপিএবি'র পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের (এফডিসি) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান (সিনিয়র সহকারী সচিব), মশিবিম।<br>মোবাইলঃ ০১৬৮০০৬২২২৪ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৫০০.০০ | ১৬৮.৪০ | ১৬৮.৪০<br>১০০% | ১৪২.৭৩<br>৮৪.৭৬% | - | ৩৫৪.৫৭<br>৬৯.১১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৪ | ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ রেজাউল হক, সহকারী সচিব, মশিবিম।<br>মোবাইল নাম্বারঃ ০১৮২২৯৭৫৬৬৯ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৬০৮.৫০ | ১৮৮.৬৭ | ১৮৮.৬৭<br>১০০% | ১৮৬.২১<br>৯৯.০০% | - | ৩৮৫.৭৭<br>৬৩.৩৯% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৫ | ক) উপজেলা পর্যায়ে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ) জনাব এস এম শাকিল আখতার (উপ-প্রধান), মশিবিম<br>মোবাইলনংঃ ০১৯১২৮৮৪৪৯৯ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৭৫০.০০ | ২৫৩.৫০ | ২৫৩.৫০<br>১০০% | ২৫৩.৫০<br>১০০% | - | ৬৭৯.১৮<br>৯০.৪৯% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৬ | ক) শিশুর জীবন সুরক্ষায় সাতাঁর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ) পাপিয়া ঘোষ, সিঃ সহঃ সচিব, মশিবিম<br>মোবাইল নংঃ ০১৫৫২৩১৮৫৫৩ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৫৭৫.০০ | ২০৩.৭০ | ৫০.৯৫<br>২৫% | ৪৪.৪২<br>২১.৮১% | - | ৪০৫.০৫৩<br>৭০.৪৪% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৭ | ক) নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি।<br>খ) জনাব দিলীপ কুমার দেবনাথ (সিনিয়র সহকারী সচিব) মশিবিম।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৮১৫২৫৩৯৭১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত | ৫৩৮.০০ | ২০৬.১৫ | ২০৬.১৫<br>১০০% | ২০৬.১৫<br>১০০% | - | ২০৬.১৫<br>৩৮.৩১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৮ | ক) অটিষ্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (সহকারী সচিব) মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত | ৫৭০.৩৮ | ২৮৫.১৯ | ১৪২.৫৯<br>৫০% | ১৩৩.৯০<br>৪৬.৯৫% | - | ১৩৩.৯০<br>২৩.৪৭% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ০৯ | ক) কারিগরী দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃজন, ক্ষমতায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।<br>খ) বেগম তানজিনা ইসলাম (উপসচিব), মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত | ২৭৬.৩৯ | ৯৩.০০ | ২৬.১৮<br>২৮.১৫% | ৯.৩৬<br>১০.০৬% | - | ৯.৩৬<br>৩.৩৮% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১০ | ক) নারীর দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ফ্রিল্যান্সিং/আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ) জনাব হাছিনা বেগম (উপসচিব), মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত | ৩৯৩.০০ | ১৬৩.৪৮ | ৭৮.৬০<br>৪৮.০৭% | ৭৮.৬০<br>৪৮.০৭% | - | ৭৮.৬০<br>২০.০০% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| ক্রঃ নং | ক) কর্মসূচির নাম<br>খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়ন কাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (বরাদ্দের ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
| ১১ | ক) গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কর্মসূচি<br>খ) জনাব মোহাম্মদ ইয়ামিন খান (উপসচিব), মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত | ২৬৩.৯৯ | ১৭৩.১৬ | - | - | - | - | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১২ | ক) নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান খান (সিঃ সহকারী সচিব), মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত | ৪৬৯.০৩ | ২৪৮.২৩ | ১২৪.১২<br>৫০% | ১১০.৪৩<br>৪৪.৪৮% | - | ১১০.৪৩<br>২৩.৫৪% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৩ | ক) নারী ও শিশু উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচারনা ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি।<br>খ) মোঃ আইনুল কবীর (অতিরিক্ত সচিব), মশিবিম,<br>মোবাইল নং-০১৫৫২৩২৫৩৫৫ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত | ৪৬৪.০০ | ২৩২.০০ | - | - | - | - | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৪ | ক) অভিভাবক ও ঝরেপড়া শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরীমূলক কর্মসূচি।<br>খ) মোঃ আলমগীর হোসেন (জনসংযোগ কর্মকর্তা) মশিবিম | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২১ পর্যন্ত | ৬৭৮.৭০ | ১৮৫.০০ | ৯৩.১০<br>৫১.০০% | ৩৮.০৯<br>২০.৫৮% | - | ৩৮.০৯<br>৫.৬১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৫ | ক) পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধকল্পে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ) পাপিয়া ঘোষ (সিঃ সহঃ সচিব) মশিবিম<br>মোবাইল নং-০১৫৫২৩১৮৫৫৩ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২১ পর্যন্ত | ২৫৭.০০ | ৭৯.০০ | ৭৯.০০<br>১০০% | ৭৫.৪৮<br>৯৫.৫৪% | - | ৭৫.৪৮<br>২৯.৩৬% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৬ | ক) হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ (২য় পর্যায়) কর্মসূচি।<br>খ) জনাব ফারজানা সুলতানা (উপসচিব), মশিবিম। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২১ পর্যন্ত | ৪৩১.৭৬ | ১৪৩.৬৭ | - | - | - | - | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৭ | ক) ছিটমহলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ আতাউর রহমান (উপসচিব), মশিবিম। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২০ পর্যন্ত | ৪১৩.০০ | ২০৮.০০ | - | - | - | - | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৮ | ক) নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িত-বান্দরবান) শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) পারভীন সুলতানা, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), মবিঅ।<br>মোবাইলঃ ০১৭৮৪৬২৭৫৭২ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৮ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত | ৭৮৯.০০ | ৩২৬.০০ | ৩২৬.০০<br>১০০% | ৩২১.৪৫<br>৯৮.৬০% | ৮৫% | ৪৬৩.৯৮<br>৫৮.৮১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১৯ | ক) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন লক্ষ্যে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ জিলাল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক, মবিঅ।<br>মোবাইল নংঃ ০১৭৫৭৩০২৮২৬ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৯৩০.৫০ | ৫৭০.০০ | ২৮০.১৩<br>৪৯.১৫% | ৬৯.৫০<br>১২.১৯% | ৩৫% | ৪৩.২১<br>২৬.১৪% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২০ | ক) ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিট (অপরাজিতা) স্থাপনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচি।<br>কর্মসূচি পরিচালকের নাম- ফরিদা খানম, ম্যাজিস্ট্রেট, মবিঅ।<br>মোবাইলঃ ০১৭২৬০৭৭০৬৫ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০পর্যন্ত | ৫৭৭.০০ | ১৯৫.০০ | ৪৮.০০<br>২৪.৬১% | ১.৬৮<br>০.৮৬% | - | ৯.৩৫<br>১.৬২% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

| ক্রঃ নং | ক) কর্মসূচির নাম<br>খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়ন কাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%) | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (বরাদ্দের ) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
| ২১ | ক) গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) কর্মসূচি<br>খ) কর্মসূচি পরিচালক, সুলতানা রাজিয়া (উপপরিচালক) মবিঅ।<br>মোবাইল নং-০১৭১১৪৮০২৭১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন/২০ পর্যন্ত | ৭৮২.০০ | ৪২১.৫০ | ২২১.৫০<br>৫২.৫৫% | ২২১.১২<br>৫২.৪৬% | - | ২২৩.১২<br>২৮.৫৩% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২২ | ক) অধুনালুপ্ত ছিটমহলের নারীদের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি এবং নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।<br>খ)কর্মসূচি পরিচালক জনাব আল-আমিন ভূঞা,সহকারী পরিচালক, মবিঅ।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৮১৮২১১৭৬৩ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৫৩৬.০০ | ২০৫.৩৬ | ২০৫.৩৬<br>১০০% | ১৯৮.৫৯<br>৯৬.৭০% | - | ১৯৮.৫৯<br>৩৭.০৫% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৩ | ক) "কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ" শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) বেগম কামরুনাহার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২), মবিঅ।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৭১১১৬১৬১৯ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৪৯৪.৩৬ | ২৪৮.০০ | ২৪৮.০০<br>১০০% | ১৯৫.৯৯<br>৭৮.৯৭% | - | ১৯৫.৯৯<br>৩৯.৬৪% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৪ | ক) হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি" শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস (গবেষনা কর্মকর্তা) মবিঅ।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৯১৬৮১৯২৮২ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৬২৩.৩৬ | ৪০০.২৪ | ৪০০.২৪<br>১০০% | ৩৯৭.০৯<br>৯৯.২১% | - | ৩৯৭.০৯<br>৬৩.৭০% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৫ | ক) মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-মুন্সিগঞ্জ) কর্মসূচি<br>খ) জনাব মোঃ মুজিবর রহমান (সহকারী পরিচালক) মবিঅ।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৭১২০২০৪৬৭ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মার্চ/১৯ হতে জুন/২১ পর্যন্ত | ৮৫৪.০০ | ৫৪.০০ | ১.০০ | ০.৮৪<br>১.৫৫% | - | ০.৮৪<br>০.১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৬ | ক) আমার ইন্টারনেট আমার আয় কর্মসূচি।<br>খ) জনাব তাহসিনা বেগম (উপপরিচালক), জামস। | জাতীয় মহিলা সংস্থা | ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৭২০.০০ | ২৮০.০০ | ২৮০.০০<br>১০০% | ২৭০.৬৮<br>৯৬.৬৭% | - | ৬৬৮.৪৬<br>৯২.৮৪% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৭ | ক) গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার (২য় পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, সহকারী পরিচালক (জামস)।<br>মোবাইল নং ঃ ০১৭১১০৫৩১৫ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | জানুয়ারী/১৮ হতে ডিসেম্বর-২০২০পর্যন্ত | ৮৮৯.৪২ | ২৯৬.১৫ | ২৯৬.১৫<br>১০০% | ২৭৫.৩১<br>৯৩.০০% | - | ৩৮৫.৭১<br>৪৩.৫০% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৮ | ক) জয়িতা ব্রিজিং কর্মসূচি (২য় পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) মোঃ সাকাওয়াত হোসেন, উপপরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন।<br>মোবাইল ঃ ০১৭১৬৪১৭৯৯৭ | জয়িতা ফাউন্ডেশন | জুলাই ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত | ৬৯৮.৫০ | ২৩২.৫০ | ২৩২.৫০<br>১০০% | ১৫৩.০৭<br>৬৫.৮৪% | - | ৫৯৯.৪২<br>৮৫.৮১% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ২৯ | ক) জয়িতা-র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মসূচি।<br>খ) মোঃ রুকনুজ্জামান, সহকারী ম্যানেজার, জয়িতা ফাউন্ডেশন।<br>মোবাইল নাম্বার ঃ ০১৭১০০৬৫৪৮৪ | জয়িতা ফাউন্ডেশন | ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত | ৪৬০.০০ | ১২৮.০০ | ৬০.২৫<br>৪৭.০৭% | ১৪.২০<br>১১.১০% | - | ৯৪.৯১<br>২০.৬৩% | কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

## ১৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার

### ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৪৩ টি ডে-কেয়ার সেন্টার

#### ১. ঢাকাস্থ ৬ টি মধ্যবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টার

| ক্র: নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবী | ডে-কেয়ার সেন্টারের ঠিকানা | টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ০১ | শাহীন আরা খাতুন, ডে-কেয়ার অফিসার | মিরপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা (ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের পাশে)। | ০১৭১২-৯১৯৫৭৪, ৯০৩৮১০০ |
| ০২ | ডে-কেয়ার অফিসার | আজিমপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা। | ৫৮৬১৩০২৫ |
| ০৩ | ফরিদা ইয়াসমিন, ডে-কেয়ার অফিসার | মবিঅ ডে-কেয়ার সেন্টার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, (৭ম তলা), ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। | ০১৭২৭৩২৯৭৩২, ৯৩৪১৩৩২ |
| ০৪ | সৈয়দা হোসনে আরা বেগম, ডে-কেয়ার অফিসার | এজিবি ডে-কেয়ার সেন্টার, গ্যারেজ বিল্ডিং (৩য় তলা), এজিবি চত্বর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা। | ০১৭১৫-১৮০৭৮০, ৮৩১৬২২৯ |
| ০৫ | হোসনে আরা খাতুন, ডে-কেয়ার অফিসার | খিলগাঁও ডে-কেয়ার সেন্টার, খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১ নং সরকারী স্টাফ কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশে), খিলগাঁও, ঢাকা। | ০১৭১৫-৩১৩৩৬৭, ৭২৫৩০২২ |
| ০৬ | আসলাম জমাদার, ডে-কেয়ার অফিসার | সচিবালয় ডে-কেয়ার সেন্টার, ১০ নং ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। | ১৯১৫-৮৭৮৪৮৯, ৯৫৭৭১৪১ |

#### ২. ৮টি নিম্নবিত্ত ডে-কেয়ার সেন্টার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১ | সুফিয়া বেগম, ডে-কেয়ার অফিসার | মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৫৫৩ নয়াটোলা, বড়-মগবাজার, ঢাকা। | ০১৯১৮-৪৫৭৫৩৬ |
| ০২ | ফারজানা হাসান, ডে-কেয়ার অফিসার | কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাড়ী নং- ৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, ঢাকা। | ০১৭৪৮-৭৬৪২৫৫ |
| ০৩ | কামরুন নাহার, ডে-কেয়ার অফিসার | মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১/৬-এ, বস্নক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা। | ০১৮১৬-৩৯৪২৪২ |
| ০৪ | রেজীনা ওয়ালী, ডে-কেয়ার অফিসার | যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা 'এ' জোন (১১ নং সরকারী স্টাফ কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশে), খিলগাঁও, ঢাকা। | ০১৭১১-২৮৬৭৪১ |
| ০৫ | ইশরাত ফাতেমা, ডে-কেয়ার অফিসার | রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১৬৭/এ ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা। | ০১৭৩১-৫৪১০৯৮ |
| ০৬ | শাহনাজ পারভীন, ডে-কেয়ার অফিসার | আজীমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা। | ০১৭১১-৭৩৭৫৪৫ |
| ০৭ | ডে-কেয়ার অফিসার | ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১৯, লালমোহন পোদ্দার লেন, আইজি গেট, ফরিদাবাদ, সূত্রাপুর, ঢাকা। | |
| ০৮ | প্রীতি লতা বাইন, ডে-কেয়ার অফিসার | কামরাঙ্গীরচর ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৪৯, বড়গ্রাম, আলী নগর, চেয়াম্যানবাড়ি চৌরাস্তা, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। | ০১৭১৭-২২০৪৬০ |

#### ৩. জেলা শহরে ১৩টি ডে-কেয়ার সেন্টার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১ | মো: মনির হোসেন, ডে-কেয়ার অফিসার | টঙ্গী ডে-কেয়ার সেন্টার, ৩ নং- চেরাগআলী মাতবর রোড, পোঃ- নিশাত নগর, টঙ্গী, গাজীপুর। | ০১৭১১-০০৩৫১৯, ৯৮১৫৬৮৯ |
| ০২ | ছাবিকুন নাহার, ডে-কেয়ার অফিসার | নারায়নগঞ্জ ডে-কেয়ার সেন্টার, ১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া, চানমারী, নারায়নগঞ্জ। | ০১৭১৫-৬৮৮৮৫৬, ৭৬৪৬৭০৫ |
| ০৩ | মো: আবু নাসির জাফির তালু:, ডে-কেয়ার অফিসার | কুমিল্লা ডে-কেয়ার সেন্টার, পুরাতন মৌলভীপাড়া, (এ্যাডভকেট আবুল কাশেম ভূয়া এর বাড়ি) চকবাজার, কুমিল্লা। | ০১৭১৭-৭৬২৪৪৮, ০১৯১৭-২৫২০২৩ |
| ০৪ | সাহিদা খাতুন, ডে-কেয়ার অফিসার | শ্রীমঙ্গল ডে-কেয়ার সেন্টার, শ্রীমঙ্গল সদর উপজেলা, ১৭/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। | ০১৯১১৭৪৮৯৭০ |
| ০৫ | মোঃ সোহরাব হোসেন, ডে-কেয়ার অফিসার | ময়মনসিংহ ডে-কেয়ার সেন্টার, চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া, ময়মনসিংহ । | ০১৭১৬-২৩৮৫০৪, ০৯১-৬২৮০০ |
| ০৬ | মোছা: নূর আক্তার বানু, ডে-কেয়ার অফিসার | বগুড়া ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-১৮৫৮, সাং- ফুলবাড়ি দঃ পাড়া, বকুলতলা, বগুড়া। | ০১৭১২-৫৫২৭৫২, ০৫১-৬১৮১৩ |
| ০৭ | আফরোজা শাহীন, ডে-কেয়ার অফিসার | বি-বাড়িয়া ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ি নং-৫০১, মাদারল্যান্ড হাউজ, মধ্যপাড়া, বি-বাড়িয়া। | ০১৮৩৩-৮৪২৮৪৮, ০১৭৫৫-৭০৬৭০৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৮ | রেজভী সারমিনাজ ইসলাম<br>ডে-কেয়ার অফিসার | দিনাজপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং নং- ১২১/১৯৬৯<br>লালবাগ, দিনাজপুর । | ০১৭১২-২৩৮০৬৮,<br>০৫৩১-৬৬৬০৯ |
| ০৯ | মীনা রানী সাহা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | কুষ্টিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার, ঝিনাইদহ রোড, পূর্ব মজমপুর, সাদ্দাম বাজার (দারুস সেফা) কুষ্টিয়া। | ০১৭২২-৪৭০৫১২,<br>০৭১-৬৩৩২৫ |
| ১০ | মোছা: নাসরিন সুলতানা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | যশোর ডে-কেয়ার সেন্টার, ৮৫ নং হাজী মোহাম্মদ মহসীন রোড, লোন অফিস পাড়া, যশোর। | ০১৭১৯-৯২১২০৯,<br>০৪২১-৭১৪৮৮ |
| ১১ | আরিফা সুলতানা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | পাবনা ডে-কেয়ার সেন্টার, রোমেনা কটেজ, হোল্ডিং-১৪৮, সারা রোড, পৈল্যানপুর, পাবনা। | ০১৮১৬-৫৬৫১৫২,<br>০৭৩১-৬৩৬১০ |
| ১২ | মো: শামীম রেজা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | ফরিদপুর ডে-কেয়ার সেন্টার, ইয়াছিন সড়ক, ৮৫ ভার্টি লক্ষিপুর, কোতয়ালী, ফরিদপুর। | ০১৭১৫-১৫৯১৭১,<br>০৬৩১-৬৬৪৪৫ |
| ১৩ | মোছা: সুলতানা রাজিয়া,<br>ডে-কেয়ার অফিসার | ফেনী ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং নং-২১৩, এস.এস. কে, রোড, ফেনী। | ০১৮১৬-৬২৩৪৬২,<br>০৩৩১-৭৪৯৭২ |

## ৪. ৫ টি বিভাগীয় শহরে ডে-কেয়ার সেন্টার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১ | অঞ্জনা ভট্টাচার্য<br>উপপরিচালক | চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাড়ি নং-৬১, রোড নং-০১, মোমেনবাগ আবাসিক এলাকা, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম। | ০১৮৩০০৩১৪৩২,<br>০৩১-৬৫২৯০৯ |
| ০২ | শবনম শিরিন,<br>উপপরিচালক | রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, হোল্ডিং নং- ৯২, নতুন ষ্টেডিয়াম রোড, রাজশাহী। | ০১৭১৪-২২৯৬৬৬,<br>৯৩৬২৭০৮ |
| ০৩ | নার্গিস ফাতেমা জামিন<br>উপপরিচালক | খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ৫ নং শেরে বাংলা রোড, খুলনা। | ০১৭১২-৫৩০৪৬৫,<br>০৪১-৭২০৪৫৩ |
| ০৪ | উপপরিচালক | বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বি এম, কলেজ রোড, বরিশাল। | ০১৭১৫-৯১৭২৫২,<br>০৪৩১-৬৪৬৭৫ |
| ০৫ | শাহিনা আক্তার<br>উপপরিচালক | সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, হোল্ডিং নং-১৩৪৯-০৫ আজিজ কটেজ, সেবক-২৩, রায়নগর, সিলেট। | ০১৭২৬-৫৩৫০২০,<br>০৮২১-৭১৩৫০২ |

## ৫. 'নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি' সমাপ্ত প্রকল্পের ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম<br>ডে-কেয়ার অফিসার | সাভার ডে-কেয়ার সেন্টার, মেহেদী প্যালেস, ৭/১, ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯ নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা। | ০১৯২৩-১১২০০৪,<br>৭৭৪৫৭২১ |
| ০২ | রেজওয়ানা চৌধুরী<br>ডে-কেয়ার অফিসার | ডেমরা ডে-কেয়ার সেন্টার, খাজা টাওয়ার, হোল্ডিং নং-২০০, হাজী নাসির উদ্দিন, ১নং গেইট, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ভাঙ্গা প্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। | ০১৭৮০-১৭৬৯৩৯,<br>৭৫৪৩৪৬৪ |
| ০৩ | সম্পিতা সূলতানা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | আদাবর ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৫৩/৫৪, রোড নং-১৬, সুনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা। | ০১৫৩৭-৬৪৮০৯১,<br>৮১৯০৮৩০ |
| ০৪ | দুর্গা শর্মা,<br>ডে-কেয়ার অফিসার | গাবতলী ডে-কেয়ার সেন্টার, এ/৫৫, তৃতীয় কলোনী লালকুঠি, মিরপুর, মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা। | ০১৯৮৩-৪৫১৬৪৪,<br>৯০১২৩২৩ |
| ০৫ | মোসা: লায়লা আরজুমান<br>ডে-কেয়ার অফিসার | মিরপুর-১০ ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-১১৯৬ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা। | ০১৭৫৩-২২৪৮৫৮,<br>৮০৫১৪৭৬ |
| ০৬ | মাহফুজা খাতুন<br>ডে-কেয়ার অফিসার | জিগাতলা ডে-কেয়ার সেন্টার, হোল্ডিং নং-০৫, রোড নং-০৪, ঝাউচর বাজার, হাজারীবাগ, জিগাতলা, ঢাকা। | ০১৭০৩-৭২৫৬০৯ |
| ০৭ | রোমানা খাতুন<br>ডে-কেয়ার অফিসার | উত্তরা ডে-কেয়ার সেন্টার, বাড়ী নং-৬/এ. রোড -২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা। | ০১৯১২৯৮৭৫৯৯,<br>৮৯৯১২৮৪ |
| ০৮ | শামীমা নাসরিন নীপা<br>ডে-কেয়ার অফিসার | রাজারবাগ ডে-কেয়ার সেন্টার, পুলিশ লাইন, ঢাকা। | ০১৭৩৩-৫৫১১৭৫,<br>৯৩৪৩৭৭৮ |
| ০৯ | মমতাজ পারভীন<br>ডে-কেয়ার অফিসার | নাখালপাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন, (সংসদ সদস্যদের বাসভবন কক্ষ নং- ২১ ও ২২)। | ০১৭৩৯-৭৬৩১২৭,<br>০২-৪৪৮১৭২১২ |
| ১০ | মাহমুদা মজুমদার<br>ডে-কেয়ার অফিসার | পস্ন্যানিং কমিশন চত্ত্বর ডে-কেয়ার সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা। | ০১৯৫৯-৫২৩১১০ |
| ১১ | ফারহানা ইয়াসমিন<br>ডে-কেয়ার অফিসার | বাড্ডা ডে-কেয়ার সেন্টার, ১১০৫, খিলবাড়ীরটেক, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। | ০১৭১৭-২৫০৭৫৬,<br>৮৮৯৯৫৯৬ |

## ৬. ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের ডে-কেয়ার অফিসার, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের নাম ও ফোন নম্বর

| ক্রমিক | সেন্টারের নাম ও ঠিকানা | ডে-কেয়ার অফিসারের নাম ও মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | ধানমন্ডি ডে-কেয়ার সেন্টার<br>রোড # ১২/এ, বাড়ী # ৫৯/এ ধানমন্ডি, ঢাকা। | আলেয়া সুলতানা<br>৫৫০০০০৬৩, ০১৭৩৩৩৩৬৬৩৩ |
| ২ | নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ডে-কেয়ার সেন্টার<br>নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা। | তাসনিয়া আহমেদ মুকুল<br>৫৫০০৭৪৭৬, ০১৭২৩-৪৭৯২৮২ |
| ৩ | মতিঝিল ডে-কেয়ার সেন্টার<br>৯২, আরামবাগ,আলখালিফ ট্রাষ্ট টাওয়ার, মতিঝিল, ঢাকা। | শমি হামিদ<br>৪১০৭০২০১, ০১৭২৮১০১৭৫৪ |
| ৪ | রায়ের বাজার ডে-কেয়ার সেন্টার<br>১৪০/এ/২৫/১ জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | বর্ণাশীল<br>৫৫০১৬৪৫০, ০১৭৮৩-৮৯৬১১৯ |
| ৫ | কাওরান বাজার ডে-কেয়ার সেন্টার<br>নর্দান ইউনিভার্সিটি, ৬ষ্ঠ তলা ৯৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা। | মাহমুদা আক্তার<br>৫৫০১২৪৪১, ০১৭৫১৭২৭৮৫৫ |
| ৬ | মুগদা ডে-কেয়ার সেন্টার<br>৫১ নং উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা। | ফেরদেবেগম<br>৭২৭৩৭৬৮, ০১৭১৭-৫৭৯৮৪৬ |
| ৭ | পল্লবী ডে-কেয়ার সেন্টার<br>বাড়ী নং-২৩, ব্লক-এইচ, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। | সাজেদা পারভীন<br>০১৭৪৬৬৮৮৮৯৩ |
| ৮ | সায়েদাবাদ ডে-কেয়ার সেন্টার<br>ব্রাহ্মণচীরন (সায়েদাবাদ), ডাকঘরঃ ওয়ারী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। | হাফসা আক্তার<br>৭৫৪২৮৮২, ০১৬৭৪৯৪৪৩০৮ |
| ৯ | মহাখালী ডে-কেয়ার সেন্টার<br>৭৪/২ মহাখালী দক্ষিণপাড়া, বনানী, ঢাকা। | মহিয়া তাসনুভ তামান্না<br>৯৮৮৬৭৪৫, ০১৭০৩৩০৭১২৫ |
| ১০ | আশুলিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার<br>কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য নির্মিত হোস্টেল ভবন, আশুলিয়া। | জাকিয়া নাজমুন<br>০১৮১৪৭৪৫৮৫০ |
| ১১ | রংপুর ডে-কেয়ার সেন্টার<br>বাড়ী নং-১৪, রোড নং-২, পোঃ রংপুর, থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ রংপুর। | মোসাঃ মোনছেফা বেগম<br>০৫২১-৫১০০৯, ০১৭৬৫৭০৮৫৬৭ |
| ১২ | গোপালগঞ্জ ডে-কেয়ার সেন্টার<br>গোপালগঞ্জ ডে-কেয়ার সেন্টার, গোপালগঞ্জ শিশু একাডেমী ভবন, গোপালগঞ্জ। | সাদিয়া আফরিন<br>৬৬৮১১৮৩, ০১৯১১২০৮৯৫০ |
| ১৩ | গাজীপুর ডে-কেয়ার সেন্টার স্মৃতি ভিলা, ১৯১/ডি, জোড়পুকুর রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর। | সুলগ্না রায় চৌধুরী<br>৪৯২৭৩১৮২, ০১৭০৩০৫৪৭৬৬ |
| ১৪ | কক্সবাজার ডে-কেয়ার সেন্টার<br>তারাবানিয়ার ছড়া, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। এস.কে টাওয়ার, বি-ব্লক-৪র্থ তলা। | মনিরা আক্তার<br>০৩৪১-৬৪২৫৭, ০১৭৪৭-৭৩৬৪৯০ |
| ১৫ | নওগাঁ ডে-কেয়ার সেন্টার<br>বুদবুদ ভিলা, হোল্ডিং নম্বর -২৪৩১, ওয়াড নং- ০৩, দ্বিতলা ভবনের নীচতলা, নওগাঁ। | আমেনা বেগম<br>০৭৪১-৮১৫০০, ০১৭২৯-৭৩৭২৯৫ |
| ১৬ | গাইবান্ধা ডে-কেয়ার সেন্টার<br>বাড়ী নং-০৬৪২/০১ দক্ষিণ ধানঘড়া, গাইবান্ধা। | আরিফা মাহমুদ<br>০৫৪১-৫১৮০৮, ০১৭৩৬-০০২২৫৮ |
| ১৭ | ভোলা ডে-কেয়ার সেন্টার<br>উকিলপাড়া, হাজী খলিলুর রহমান সড়ক, ভোলা সদর, ভোলা। | খন্দকার আনজুমান আরা<br>০৪৯১-৬২২০৭, ০১৭৫৬-৩০০৪৯৪ |
| ১৮ | টাঙ্গাইল ডে-কেয়ার সেন্টার<br>মঈন সিদ্দিকী টাওয়ার পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড, টাঙ্গাইল। | আফরিনা হোসেন<br>০৯২১-৬২৫৫৩, ০১৭২৩-৮০১৮২৩ |
| ১৯ | নোয়াখালী ডে-কেয়ার সেন্টার<br>হোল্ডিং নং-৩১৬, ওয়াড নং- ৪, উত্তর ফকিরপুর, মাইদি কোট, নায়াখালী। | মোসাঃ মমতাজ আক্তার<br>০৩২১-৭১৩৩৪, ০১৫১৫-২৬৫৬৪৫ |
| ২০ | চাঁদপুর ডে-কেয়ার সেন্টার<br>হোল্ডিং নং-০৫৬৮/০১, ওয়াড নং- ১২, সড়ক, চাঁদপুর। | কামরুন নাহার ভূঁইয়া<br>০৮৪১-৬৬৬৭০, ০১৬৮৫১০২৩২৭ |

## খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার

| ক্রমিক | ডে-কেয়ার সেন্টারের নাম | ডে-কেয়ার সেন্টারের ঠিকানা | দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম ও পদবী | ফোন/মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | জাতীয় মহিলা সংস্থা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র | জাতীয় মহিলা সংস্থা, প্রধান কার্যালয় ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা। | নাসরিন সুলতানা ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৯২২৫৩১৮৫৫ |
| ০২ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) শেওড়াপাড়া কেন্দ্র | ২১৮/৩, বেগম রোকেয়া স্মরণী (২য় তলা), পশ্চিম কাফরুল, তালতলা, শেওড়াপাড়া, ঢাকা। (শামীম স্মরণী) | শিল্পী আঞ্জুমান আরা, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭৬-৪১৯৮০৩৭ |
| ০৩ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) বাড্ডা কেন্দ্র | মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া, শ-৬৬/২, স্বাধীনতা স্মরণী (২য় তলা), উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। | ফারজানা নাজনীন ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৯৪৩-৯২৮১৬৫ |
| ০৪ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) কুর্ণপাড়া উলাইল কেন্দ্র | বাড়ী নং ৯৩, ২য় তলা (আমজাদ সাহেবের বাড়ী), হাজী ইউনুস আলী সড়ক(বেকারী রোড), কুর্ণপাড়া, উলাইল, সাভার, ঢাকা। | আরেফা রাব্বি ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৬২৪-৮৬৩২৭০ |
| ০৫ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) সাভার ইপিজেড কেন্দ্র | হোল্ডিং নং-২৩ (নীচ তলা), লেন নং-১, রোড নং-৫, ব্লক-বি, ওয়ার্ড-৮, পলাশবাড়ী আলীয়া মাদ্রাসা, ইপিজেড, সাভার, ঢাকা (স্কাইলেন গার্মেন্টস এর পিছনে) | সুবর্ণা আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৬৭১-৯২৮১৯৭ |
| ০৬ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) সাভার আশুলিয়া কেন্দ্র | নিক্কন হাউসিং, ৫০/১ আখি ভিলা, কুটুরিয়া বাসষ্ট্যান্ড, বদরুন্নেছা গার্মেন্টস সংলগ্ন, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। | নাসরিন আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৯১১-৭৯৫৬৪৯ |
| ০৭ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) গাজীপুর টঙ্গী কেন্দ্র | বাড়ী নং-অভিযান-৬২, মোসাঃ মনিরা হাসান বুলবুল এর বাসা, হাউস পাড়া, সুর তরঙ্গ রোড, নিশাত নগর, গাজীপুর সদর, টঙ্গী পৌরসভা, টঙ্গী, গাজীপুর। | মরিয়ম সরকার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৯২১-৭৩৭৮৬০ |
| ০৮ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) গাজীপুর বাসন কেন্দ্র | হোল্ডিং নং-১৬, রয়েল স্টার (৩য় তলা), টাঙ্গাইল সড়ক, গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর। | ভাবনা রাণী মন্ডল, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৯১২-৯১৯৪৫০ |
| ০৯ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) কালীগঞ্জ কেন্দ্র | এলাকা-বালিগাঁও, বেরোয়া হাউস (৩য় তলা), উপজেলা ডাক বাংলা সংলগ্ন, উপজেলা-কালীগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর। | আজমেরী সুলতানা ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭৫৬-১৪৯২৫২ |
| ১০ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) নারায়নগঞ্জ সদর কেন্দ্র | হোল্ডিং নং-নতুন-১৪, পুরাতন-২৩, নিউ চাষাড়া, জামতলা, নারায়নগঞ্জ(নুরুন নাহার বেগম এর বাসা)। | রোজিনা আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭১০-৫০৯৬৫৪ |
| ১১ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) মানিকগঞ্জ জাগির কেন্দ্র | বিবিজান হালিমা রশিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), গোলড়া বাজার, গোলড়া বাসষ্ট্যান্ড রূপালী ব্যাংক সংলগ্ন, মানিকগঞ্জ। | বিচিত্রা সরকার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭১৮-৬৮৬৬৩৬ |
| ১২ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) চট্টগ্রাম বন্দারহাট কেন্দ্র | ২০৪/এ, দীদার বিল্ডিং (নীচ তলা), মোহাম্মদপুর গলি, মুরাদপুর, বন্দারহাট, চট্টগ্রাম (ইডেন স্কুলের গলি)। | রুমানা আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৮৩৪-৫৭৪৫৭১ |
| ১৩ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) চট্টগ্রাম হালিশহর কেন্দ্র | এসহাক সওদাগরের বাড়ী, সল্টগোলা ক্রসিং, দক্ষিণ মধ্যম হালীশহর, বন্দর চট্টগ্রাম পোর্ট, চট্টগ্রাম। | রোকেয়া আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৮১৯-৮৩৮৯৫৪ |
| ১৪ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) চট্টগ্রাম অক্সিজেন কেন্দ্র | হাজি বিল্ডিং, কলাবাগান রোড, চন্দ্রনগর বাজার, টেক্সটাইল, অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম। | ফারিন ফারজানা কবির (সাদিয়া) ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৮৩৯-৬৭১৪০৩ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৫ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) রুপগঞ্জ কেন্দ্র | মোঃ ঈমান আলী সাহেবের বাসা, হোল্ডিং নং-৫৬৭, বরাবো বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ সংলগ্ন, উপজেলা-রুপগঞ্জ, জেলা-নারায়নগঞ্জ। | সামানা আক্তার, ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭৫৯৫০৫১২৬ |
| ১৬ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) কুমিল্লা কেন্দ্র | হোল্ডিং নং-০৩৪০/০৫, ফ্ল্যাট নং-২/বি ও ২/সি, মধ্যম আশ্রাফপুর, ইপিজেড, কুমিল্লা। | উম্মে আয়মন ডে-কেয়ার ইনচার্জ | ০১৭-০১৭৭৯৩৯৩ |

## গ. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত ০৬ (ছয়) টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র

### ঢাকা জেলার ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা:

| ক্র. ন. | কেন্দ্রের নাম | কর্মকর্তার নাম | মোবাইল, হোয়াট অ্যাপ ও ইমো নং | ফোন (অফিস) | ই-মেইল | স্কাইপ আইডি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, আজিমপুর (মেয়ে শিশু) | জনাব শামীমা আরেফিন প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা | 01783-176934 | | shamimabsa@gmail.com | |
| ০২. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ | জনাব এ.এস.এম. নাজমুল হক প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা | 01712-765017 | | Nazmul_bsa@gmail.com | Whats app 01712765017 |
| ০৩. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, গাজীপুর | মো. নাসির উদ্দিন, প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গাজীপুর | 01711 247820 | 02 9256472 | bsagazipur563@gmail.com | bsagazipur |
| ০৪. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, রাজশাহী | মো. মনজুর কাদের প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি রাজশাহী | 01762-604090 | 0721 773403 | bsarajshahi@gmail.com | bsa.rajshahi |
| ০৫. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম | নারগিস সুলতানা প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম | 01711 570130 | 031 652850 | bsa.ctg07@gmail.com | bsactg07 |
| ০৬. | শিশু বিকাশ কেন্দ্র, খুলনা | মো. আবুল আলম প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি খুলনা | 01717669020 | 041 725648 | bsakhulnagov@yahoo.com | bsa .khulna |

## ১৮. কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর হোস্টেল সুপারদের নাম, পদবী, ফোন এবং ই-মেইল আইডি নম্বর

### ১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

| ক্র.ন. | হোস্টেলের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর | হোস্টেল সুপারের নাম | মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০১. | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৫৮৬১৫৮৫২ | জনাব সাবেকুন নাহার | ০১৭৫৭৪০৭৩৩২ hostelnilkhet@gmail.com |
| ০২. | নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, মিরপুর-১, ঢাকা। ফোনঃ ৮০৫১১৭১ | জনাব ছামিনা হাফিজ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোস্টেল সুপার (অঃদাঃ) | ০১৭১৫১২৬০০১ mkmhostel@gmail.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০৩. | বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, খিলগাঁও, ঢাকা। ফোনঃ ৭২৫১৮৯৫ | জনাব রাহেনুর বেগম | ০১৭১২০৬০৪৬৫<br>brkm.hostel@yahoo.com |
| ০৪. | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৬৭২৪৫৫ | জনাব রোকেয়া বেগম | ০১৭১১৮২৫১৬৪<br>dwactghostel@gmail.com |
| ০৫. | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, বয়রা, খুলনা। ফোনঃ ০৪১-৭৬২৮৯০ | জনাব নার্গিস ফাতেমা জামিন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, খুলনা ও হোস্টেল সুপার (অঃদাঃ) | ০১৭১২-৫৩০৪৬৫<br>kmh.khulna@gmail.com |
| ০৬. | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, বিলসিমলা, রাজশাহী। ফোনঃ ০৭২১-৬৭০৩৩১ | জনাব ফরিদা ইয়াসমিন | ০১৭১৫২৭২৫৮৭<br>kmh.dwa.rajshahi@gmail.com |
| ০৭ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর। ফোনঃ ০৪২১-৬১১৮৪ | জনাব সকিনা খাতুন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যশোর ও হোস্টেল সুপার (অঃদাঃ) | ০১৭১-৬২১০৫৮৮<br>kmhjessore1987@gmail.com |

### ২. জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

| ক্র নং | হোস্টেলের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর | হোস্টেল সুপারের নাম | মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আইডি |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১ | শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল-বোর্ডার সংখ্যা-১৯৬ | জনাব ফিরোজা আহমেদ | ৯৩৫৫৩২৭, ০১৭১২৭২৮৬৩০<br>jmshostel@gmail.com |

## ১৯.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলী

### ১. স্বেচ্ছাসেবী সমিতির মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ

১৯৭৮ সাল থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে অনুদান বিতরণের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশের ৬৪ জেলায় ৪,৬৪২টি স্বেচ্ছাসেবী সমিতির মধ্যে ৮,৮৬,৯৫,০০০ টাকার চেক অনুদান বিতরণ করা হয়।

### ২. সারা দেশে ৪৮৮৩ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব উদ্বোধন

প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ৪৫৫৩ ইউনিয়ন ও ৩৩০টি পৌরসভায় মোট ৪৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। ইভটিজিং বন্ধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে যৌন স্বাস্থ্য অধিকার, জন্মনিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন, যৌতুক নিরোধ, শিশু অধিকার, নারী অধিকার, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর, যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধসহ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিয়য়ে ক্লাবগুলোতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করা হবে। প্রতিটি ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এর মধ্যে ২০ জন মেয়ে এবং ১০ জন ছেলে।

### ৩. বাংলাদেশে নারী ও শিশু উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার সরকারের বিকল্প নাই

শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় প্রতিটি জেলায় শিশু আদালতের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে শিশু (সংশোধন) বিল ২০১৮ পাশ হয়েছে। শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে তেলার জন্য এই বিল পাশ করা হয়েছে। নরসিংদী জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হিরু (বীর প্রতিক), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন ভূইয়াসহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকতাবৃন্দ।

### ৪. ব্রেস্ট ক্যানসার বিষয়ে নারীদের সচেতনতা আলেচনা সভা

রাজধানীর বেইলি রোডে জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে, জাতীয় মহিলা সংস্থার বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অডিটরিয়ামে ব্রেস্ট ক্যানসার বিষয়ে নারীদের সচেতনতা করার লক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের

সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেশি থাকে। জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এ্যাডভোকেট এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক সহ মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার কর্মকর্তা বৃন্দ।

### ৫. হাওড় এলাকার হতঃ দরিদ্র নারীদের কর্মস্থান সৃষ্টি করার জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহন

রাজধানীর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মিলনায়তনে 'হাওড় এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কর্মসূচির' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী রওশন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি। হাওড় এলাকার হতঃ দরিদ্র নারীদের কর্মস্থান সৃষ্টি করার জন্য 'হাওড় এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি' উদ্বোধন করা হয়।

### ৬. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন

গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএন ইউমেন বাংলাদেশের আয়োজনে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এম.পি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপো (Mia Seppo) দীপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধাকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন প্রমুখ। মিয়া সেপো (Mia Seppo) বলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। সরকারের পাশাপাশি গনমাধ্যমও ভাল ভূমিকা রাখতে পাবে এই দিবসের প্রতিপাদ্য হল: Orange the World:#HearMeToo. বাংলাদেশের প্রতিপাদ্য- নারীর কথা শুনবে বিশ্ব - কমলা রঙে নতুন দৃশ্য ।

### ৭. শিশু উন্নয়ন এবং অটিজম বিষয়ে সকলে মিলে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিশু উন্নয়ন ও শিশু সুরক্ষামূলক প্রকল্প এবং কর্মসূচি সমূহের মধ্যে সমন্বয় ও একটি সমন্বিত গাইড লাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সূচনা ফাউন্ডেশন এর যৌথ আয়োজনে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপার্সন, সূচনা ফাউন্ডেশন ও চেয়ারপার্সন, অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি এবং এশিয়া অঞ্চলে অটিজম বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শুভেচ্ছা দূত জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। তিনি বলেন মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহকে একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক শিশু সাহিত্যিক জনাব আনজীর লিটন, সূচনা ফাউন্ডেশনসহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন সুষ্ঠ ও সুন্দর জাতি গঠনে নিরাপদ মাতৃত্ব অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন সারাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকে অক্সিজেন সিলিন্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব শিশুদের ডিজঅ্যাবিলিটি কমিয়ে আনবে বলে তিনি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

## ৮. বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতা দূর করতে পলিসি নির্ধারণে গবেষণা করবে ডব্লিউএফপি

ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের এফএনজি, বিশেষ শ্রেণীগোষ্টির পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য পলিসি নির্ধারণে গবেষণা করে। বাংলাদেশে তারা এই ধরনের একটি গবেষণা করার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। আজ সকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার এর সাথে ফিল দ্যা নিউট্রিয়েন্ট গেপ (এফ এন জি) বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মতবিনিময় করেন। এই সময় প্রতিনিধি দল গবেষণা কর্মসম্পাদনের আগ্রহের কথা জানান এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা চান। কামরুন নাহার বলেন এই গবেষণা খুবই জরুরী। এই গবেষণার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নানাভাবে উপকৃত হবে। তিনি এই গবেষণা কর্মসম্পাদনে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের টেকনিক্যাল এডভাইজার ড. সাসকিয়া ডি পি এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের সিনিয়র প্রোগ্রাম এন্ড পলিসি অফিসার মাসিং নেওয়ার।

## ৯. দুর্যোগে নারী ও শিশুরাই বেশি ভিকটিম হয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার বলেছেন সংসারের প্রতি নারীদের টান অনেক বেশি। তারা সহজে ঘর-বাড়ী ছাড়তে চায় না। বাড়ী ঘরের মায়া, সিদ্ধান্তহীনতা এবং নিরাপত্তার কারনে ঘুর্ণিঝড়ের সময় নারীরা শুরতেই সেল্টার হোমে যেতে চায় না। একেবারে শেষ সময়ে এসে তারা সেল্টার হোমে যায়। শেষ সময়ে বের হওয়ার কারণে তারা দুর্যোগের কবলে পড়ে। আর মা আক্রান্ত হলে শিশুও আক্রান্ত হয় ফলে দুর্যোগ বা ঘুর্ণিঝড়ে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি বলেন দুর্যোগ মোকাবেলায় যত রকমের প্রস্তুতি নেয়া হয় তার মধ্যে নারী ও শিশুকে প্রধান্য দিতে হবে। তিনি রাজধানীর ইস্কাটানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়াজনে মহিলা বিষক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং ইউএন উইমেন এর অর্থায়নে পরিচালিত ন্যাশনাল রেসিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (ডি ডাব্লিউ পার্ট) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এই কথা বলেন।

## ১০. তথ্য আপা (Info Lady) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের এক কোটি নারীকে ক্ষমতায়িত করা হবে

গত ১৭-০২-২০১৯ তারিখে রাজধানীর আগারগাঁয়ে স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ইনফো লেডী বা তথ্য আপা প্রকল্পের নবনিযুক্ত উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তাদের ১৫ দিন ব্যপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ইনফো লেডী বা তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের এক কোটি নারীকে ক্ষমতায়িত করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও নারীর ক্ষমতায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের পরিচালক ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব মোঃ গোলাম ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

## ১১. জাতিসংঘের ৬৩তম সিএসডব্লিউ অধিবেশনে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের যোগদান বিষয়ক সিএসডব্লিউ প্রিপারেটরি সভা

গত ১১ থেকে ২২ মার্চ ২০১৯ নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত কমিশন অন দ্যা স্ট্যাটাস অফ ইউমেন (সিএসডব্লিউ) এর ৬৩তম সভা উপলক্ষ্যে ইউএন ইউমেন বাংলাদেশ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে সোনারগাঁও হোটেলে এক প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজন করা হয়। ৬৩তম সিএসডব্লিউ মিটিং এ সোসাল প্রটেকশন সিস্টেম, একসেস টু পাবলিক সার্ভিসেস এন্ড সাসটেইনেবল ইনফ্রাস্টাকচার ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ইউমেন এন্ড গার্লস বিষয়ে আলোচনা হয়। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের উদ্যোগে কমিশন অন দ্যা স্ট্যাটাস অব উইমেন এর ৬৩তম সভা ১১-২২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি এর নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কামরুন নাহারসহ ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল উক্ত সভায় যোগদান করেন। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls.

## ১২. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ৬ই র্মাচ, ২০১৯ তারিখে নারীর সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ণ ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। নারী দিবস ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য হল- ''সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো''। কামরুন নাহার বলেন নারীকে বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে হলে নারীকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

## ১৩. আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ এর কর্মসূচি

গত ৯ মার্চ ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র-এ আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ পালন উপলক্ষ্যে এক সমাবেশশের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই দিনে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনীর/ মেলার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করেন। এই দিনে সারা দেশ থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতাকে পুরস্কৃত করা হয়। সকল জেলা শহরে ৮-৯ মার্চ ২০১৯ নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনীর/ মেলার আয়োজন করা হয়।

## ১৪. বিশ্ব মা দিবস-২০১৯ পালিত

ঢাকার ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মিলনায়তনে ১০ জন "স্বপ্নজয়ী মা" মাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশ্ব মা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত ১০ জন "স্বপ্নজয়ী মা" মাকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও

শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনাব সচিব কামরুন নাহার। সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বদরুন নেসা। স্বপ্নজয়ী মায়েদের মধ্যে কেউ অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছেন, গৃহকর্মী হিসেবে অন্যের বাড়ি কাজ করেছেন। পারিবারিক বাধা ও চরম আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বে ও এ সকল "স্বপ্নজয়ী মা" তাঁদের ৩৬ জন সন্তানকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সন্তানদের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, গবেষক, বিসিএস ক্যাডার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রত্যেক স্বপ্নজয়ী মাকে একটি ক্রেস্ট ও ২০ হাজার টাকার প্রাইজবন্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্বপ্নজয়ী মায়েরা অভিজ্ঞতা ও তাদের জীবনের গল্প তুলে ধরেন।

## ১৫. বেইজিং পাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কর্মশালা

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তেন গত ১৪ মে, ২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএন ওমেন এর যৌথ উদ্যোগে বেইজিং পাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কামরুন নাহার। বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। জাতিসংঘে ২০২০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য CSW তে বেইজিং+২৫ বিষয়ে এই প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা হবে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব জ্যোতি লাল কুরী, অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বদরুন নেসা ও জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাহানারা বেগম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠিত কর্মশালার মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ মোট ৫৫ টি সেক্টরাল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্টসবৃন্দ ও ইউএন উইমেন, ইউনিসেফের প্রতিনিধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

## ১৬. পথশিশু মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের জন্য এক উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অচিরেই বাংলাদেশে কোন পথশিশু থাকবে না। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে পথশিশু ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের অংশগ্রহণে ক্বিরাত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা এবং ইফতার মাহফিলে অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। পথশিশু ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের উদ্দেশ্যে সচিব বলেন, তোমরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। তোমরা এদেশের সম্পদ ও ভবিষ্যতে তোমারই এদেশকে নেতৃত্ব দিবে। সরকার তোমদের বিকাশ ও উন্নয়নে সব ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ক্বিরাত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ফাতেমাতুজ্জ জোহরা, লিনা তাপসী ও আব্দুল মান্নান।

# চিত্রে
# মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
# বিভিন্ন কর্মকান্ড

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ হালনাগাদকরণ কর্মশালা

বিআইআইএসএস মিলনায়তনে ১৪ মে, ২০১৯ তারিখে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল হাজিরার শুভ উদ্বোধন

৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ শ্রেণীর কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং পিপিএ-০৬, পিপিআর-০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

উন্নয়ন মেলা - ২০১৮ তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ

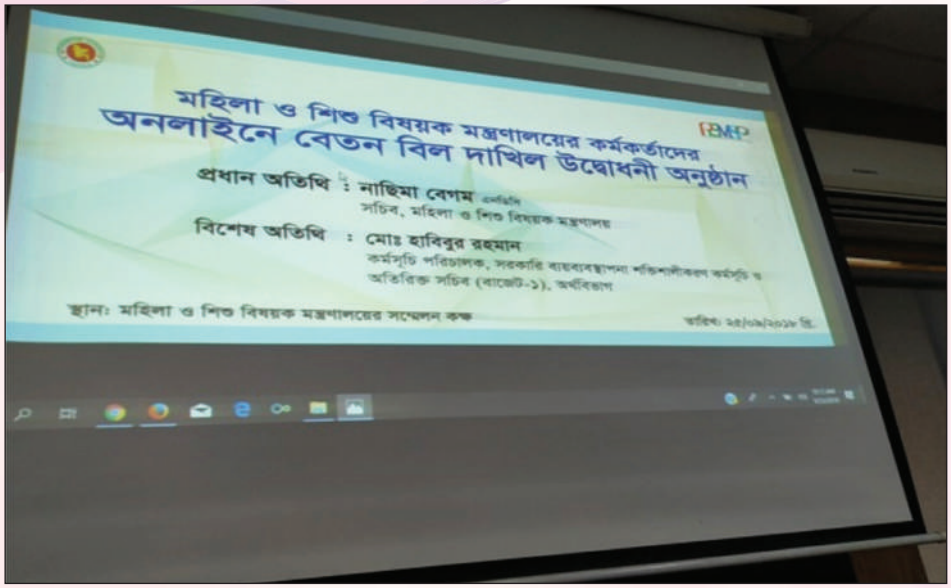


মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নার্সেস হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশঃ জয়িতা পুরস্কার বিতরণ

১৫ আগষ্ট, জাতীয় শোক দিবস।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়ের পুস্পস্তক অর্পন

**Celebrating AdolescentnPower, 31 July 2018- Hotel Sonargoan**

জয় মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন

Global Disability Summit, 2018

Workshp on Small Improvement Project (SIP)

৮ আগস্ট বঙ্গমাতার জন্মদিবস এবং ১৫ আগস্ট শোক দিবস সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভা।

SDG implementation Review Program

*LCG-WAGE Meeting 01-08-2018*

**Local Consultative Group-Women Advancement and Gender (LCG-WAGE) সভা**

*LCG-WAGE Meeting 06-01-2019*

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

উইড ফোকাল পয়েন্টস্‌দের সিডও প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ-১৮ ডিসেম্বর'২০১৮।

উইড ফোকাল পয়েন্টস্ সমন্বয় সভা ২৩ জুন'২০১৯

মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ এর সম্মাননা পত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টি-পারপাস হলে এপিএমএস সফ্টওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা ৪ এবং ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, ১৯ জুন, ২০১৯

*মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর*

জাতীয় মহিলা সংস্থার সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর

জয়িতা ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে
এপিএ স্বাক্ষর

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-এর
সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর

টোল ফ্রি হেল্পলাইন ফর
উইমেন এন্ড চিল্ড্রেন ইন সার্ক
(বাংলাদেশ)

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য নিয়ে ৫ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আয়োজনে শিশুদের চিত্রাংকন উৎসব।

কর্মজীবি ল্যাক্টেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নারীদের প্রশিক্ষণ